ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা ॥ সংখ্যা ১০৬ ও ১০৭ (যুক্ত), ডিসেম্বর ২০২৫
ISSN : 2411-9059, e-ISSN: 3006-3078 DOI : http://dx.doi.org/10.62296/DVP/10607/015

কৈশোরে থাকাদের প্রিয় কোনো জিনিস হারালে কেমন লাগে : একটি অংশগ্রহণমূলক পঠনভিত্তিক প্রতিকৃতি গবেষণা

মো. মাহমুদ হোসেন*
মো. আলমগীর হোসেন*

Abstract: With scant scholarship on the emotional repercussions of losing cherished possessions among Bangladeshi children, this qualitative portraiture study endeavours to extend resilience theory by investigating the feelings associated with such loss. Conducted with three Bangladeshi sixth-grade students from disadvantaged socioeconomic contexts, this research employed shared reading of two English picture books centred on themes of loss, followed by in-depth interviews. Each participant vividly recollected the significant articles they had lost—a pair of butterfly earrings, a frock and a fancy rubber, and a football—and articulated their emotional responses and the sociocultural pathways they navigated in the aftermath. One participant described becoming markedly vigilant towards small belongings, while another recounted never again drying clothes on the line from which her frock was stolen. The third participant lamented the loss of his football, purchased with earned money, yet acknowledged forming enduring friendships while searching for it. These reflections reveal transformations in their perspectives on loss and resilience.

মুখ্যশব্দঃ প্রিয় কোনো জিনিস হারানো, ক্ষতি, স্থিতিস্থাপকতা, শিশুর মনস্তত্ত্ব, বয়ঃসন্ধিকালে মনস্তত্ত্ব, অংশগ্রহণমূলক পঠন

ভূমিকা

রবীন্দ্রনাথ (১৯১৮) রচিত "হারিয়ে-যাওয়া" কবিতাটির অন্তত তিন রকমের পাঠ হতে পারে। সচরাচর পাঠে সিঁড়ি দিয়ে নিচের তলায় নামতে থাকা স্বল্পবয়স্কা কন্যার আঁচলের আড়ালে থাকা দীপ শিখা বাতাসে নিভে যাওয়ায় ভয়ে কেঁদে বলা "হারিয়ে গেছি আমি!" (পৃ. ৮৯) উক্তিটির

* সহকারী অধ্যাপক, শিক্ষা ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়
* অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ফলে কবি পিতার মনে প্রতীত কাব্যিকতা পাঠক অনুভব করতে পারেন। বিশেষ পাঠে ঐ একই উক্তি অনেক তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে– উপলব্ধ হয় যে, কন্যার বলা হারিয়ে যাওয়ার কথাটিতে কবি দারুণ আন্দোলিত হয়েছিলেন এবং চিন্তামগ্ন হয়ে ছাদে ফিরে গিয়ে চৈত্রিক তারকাশোভিত আকাশের পানে চেয়ে ভেবেছিলেন সময়, ব্রহ্মাণ্ড অথবা প্রকৃতিও (কবি সুস্পষ্টভাবে বলেননি কী, তিনি লিখেছেন, "আমার বামির মতোই যেন অমনি কে এক মেয়ে" [পৃ. ৯০]) তাঁর কন্যার মতোই নীলাকাশের আঁচলের আড়ালে প্রদীপ বাঁচিয়ে সন্তর্পণে চলছে। আরেক ধরনের পাঠে হারিয়ে যাওয়ার বা হারানোর, আমাদের সামনে এই শব্দগুলোর শাব্দিক গুরুত্ব, যা ব্যবহারিকভাবেই এক প্রকার হাহাকার মনে আনে, ধরা দেয়, আর তখন এই কবিতাটির শিরোনামটি– "হারিয়ে-যাওয়া" বা সুপ্রসিদ্ধ গবেষক Plutchik (2001) যেভাবে অন্যতম মানবানুভূতি হিসেবে চয়ন করেছেন "loss of valued object" (পৃ. ৩৪৮)– মানবানুভূতির ভাণ্ডারের একই ভুক্তির সাথে সারিবদ্ধ হয়।

কোনো কিছু[১] হারিয়ে যাওয়া মানুষের মাঝে ক্রুদ্ধকর, দুঃখকর বা হতাশাব্যঞ্জক অনুভূতির জন্ম দেয়, তদুপরি শিশু বা অপ্রাপ্তবয়স্কদের[২] জন্য এই উদ্ভূত অনুভূতি বা অনুভূতিগুলো অধিকতর অর্থবহ (Fodorova, 2004)। অর্থবহ কারণ যে বস্তু হারিয়ে গিয়েছে তা অর্থবহ, যেমন Lynch-Fraser (1992) বলেছেন,

> Objects, in and of themselves, have no real meaning. It is only when humans endow them with meaning that they take on significance. Children learn early to give objects human characteristics, and then to use these objects to comfort themselves when the loved person is not available. The ragged teddy bear and the torn and tattered blanket are stereotypical childhood attachments. The word *attachment* is important here. Children form an identity with or a love for things in a way similar to the manner in which they form relationships with people. … It is the emotional connections surrounding the object that makes its absence unbearable (p. 33)

আরও কম বয়সের শিশুর ক্ষেত্রে গবেষকরা দেখেছেন কোনো বস্তু নিজেই অন্য আরও দুঃখদ হারিয়ে যাওয়ার অর্থ ধারণ করতে সক্ষম:

> My colleague … was working with a child whose mother had died two days before his third birthday. He spent his birthday gently caring for a doll. He bathed the doll, dressed her, took her for a

> walk in the park and even made sure she was with him when he used the potty. When Sophie asked him whether he would like to give his doll a name, he replied 'Mum'. This type of symbolic representation is common throughout children's play, but in this case the child is clearly using the doll as an integral part of his grieving process. In her reflective diary Sophie commented that one of the most obvious, but nonetheless vital messages to come out of this was 'he still needs his mum around'. (Seyderhelm, 2020, p.8)

অর্থাৎ এই শিশুটি যদি তার পুতুলটা হারায়, সে স্রেফ একটি জড়বস্তু হারায়নি, সে তার মা বা মায়ের সাথে তার সুগভীর পারস্পরিক সংযোজনের অর্থবহ সত্তাকে হারিয়েছে, যার সাথে Keefer et al. (2012)-ও সমমতাবলম্বী। Winnicott (2005) তাঁর গবেষণায় সবিস্তারে বিশ্লেষণ করেছেন কীভাবে শিশু তার নিজ সত্তা থেকে তার মা বা পরিচর্যাকারীকে প্রথম বহিঃস্থ সত্তা হিসেবে বুঝতে শেখে এবং মা বা পরিচর্যাকারী কোনো কারণে দূরে গেলে শিশু তার ভয় ও অনিশ্চয়তাবোধ থেকে পরিত্রাণ পেতে কোনো ভৌত বস্তুকে মা বা পরিচর্যাকারীর বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। এই কৌশল চলতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত না শিশু তার মানসপটে মা বা পরিচর্যাকারীর প্রতিরূপ কল্পনা করতে পারে এবং সেহেতু নিরাপত্তা ও স্বস্তি অনুভব করে[৩]। Winnicot ঃ ঐ বিশেষ ভৌত বস্তুর নাম দিয়েছেন আপাতক বস্তু (transitional object)। অধিকন্তু, প্রিয় বস্তুর হারিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে উদ্ভূত কষ্ট নিয়ে বিদ্বজ্জন জানিয়েছেন যে, প্রাপ্তবয়স্ক আর অপ্রাপ্তবয়স্কের হারানোর ব্যথায় মিল আছে (Lynch-Fraser, 1992; Sunderland, 2022)। প্রাপ্তবয়স্কগণ যেভাবে কোনো বস্তুকে মনে জায়গা দেন, বস্তুর সাথে অন্য ব্যক্তির বা দিনাতিপাতের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সংযোজন সৃষ্টি করেন, অপ্রাপ্তবয়স্করাও বস্তুর সাথে একই রকমের সংযোজন সৃষ্টি করে। বস্তু এখানে নিছক বস্তু নয়, বস্তুত সেটা বৃহত্তর এক প্রতিবেশের অন্তর্গত যেখানে আলাদা আনুপুঙ্খিক তন্ত্র আছে এবং এই বস্তুগুলোর সাথে গভীর এবং অগ্রযায়ী বোধশক্তির সমন্বয়ে শিশু বা অপ্রাপ্তবয়স্করা শৈশব বা কৈশোরকে পাড়ি দেয় (Adamson, 2018)। বিভিন্ন বস্তুর সাথে শিশুর স্বীয় অনুভূতি ও বুদ্ধিমত্তার যে এই সুদূরপ্রসারী জটিল মিতালি তাতে শিশু তার চারপাশের প্রাপ্তবয়স্ক (যেমনঃ মা, বাবা, পরিচর্যাকারী) এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য উপাদানের সাহচর্যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এবং এই মিথস্ক্রিয়া শিশুর স্বতন্ত্র মানুষ হওয়ার পরিক্রমায় উল্লেখযোগ্য গুরুত্ব বহন করে (Lynch-Fraser, 1992; Glovinsky, 2002; Sunderland, 2022)।

শিশুর স্বতন্ত্র মানুষ হতে যে বিকাশগুলোর মধ্য দিয়ে যেতে হয়, যেগুলোকে সেলীনা (২০২৪) নামাঙ্কিত করেছেন "সাত বিস্ময়" (পৃ. ২৯) বলে, তার প্রত্যেকটির– বুদ্ধি, আবেগ,

সূক্ষ্ম ও বৃহৎ মাংসপেশি, কল্পনা ও সৃজনশীলতা, যোগাযোগ বা ভাষা ও ভাবের আদান-প্রদান, এবং অনুভূতির বিকাশে বিভিন্ন বস্তুর সাথে গড়ে ওঠা সংযোগ নানান পরিসরে বহুমাত্রিকভাবে সম্পর্কিত (মমতাজ, ২০২১; Goldman, 2022; Santrock et al., 2024; Seyderhelm, 2020)। Seyderhelm (2020) ব্যাখ্যা করেছেন যে, কোনো কিছু হারানোর ফলে শিশুমনে যে বিষাদের সৃষ্টি হয় তার ভার বহনে শিশুর পরিচর্যাকারী বা শিক্ষক যদি উষ্ণভাবে শিশুর পাশে না থাকেন তবে সে বিষাদের ভার তার বেড়ে ওঠাকে দীর্ঘ মেয়াদে প্রভাবান্বিত করে এবং শিশুর শিখন ও সামাজিকীকরণকে ব্যাহত করে। পাশাপাশি গবেষকরা মতৈক্যে পৌঁছেছেন যে, শিশুর কিছু হারানোর বিষয়ে প্রাপ্তবয়স্কগণ যদি শিশুর সাথে গঠনমূলক আলোচনা করেন তবে তা শিশুর মাঝে অচিন্ত্য চিন্তন (metacognition) দক্ষতার প্রতিপালন করে, যাকে একটি বাঞ্ছিত নির্বাহী দক্ষতা (executive skill) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে (Dawson & Guare, 2018)। Humphreys (2004) দৃঢ়ভাবে বলেছেন, শিশুর আত্মাদর বা আত্মসম্মানের প্রতিপালন করা হলে তার শিখনপ্রীতি বাড়ে এবং সে সুখী শিশু হিসেবে বড় হয়। তাঁর মতে এই আত্মাদর প্রতিপালনের অন্যতম ক্ষেত্র হলো নির্ভরতা (যেমন: অপরের অনুমোদনের মুখাপেক্ষী থাকা বা অন্যে কী মনে করছে তা নিয়ে সারাক্ষণ পীড়িত থাকা) এবং উদ্ভূত ভয়ের মিশেলকে শিশুর জীবনে অসুস্থভাবে অবস্থান করতে না দেওয়া। তিনি বলেছেন সেটা করতে হলে উদ্ভূত ভয়গুলোকে বুঝতে হবে এবং সে ভয়ের একটা হলো প্রিয় জিনিস হারিয়ে ফেলা। Humphreys এটাকে শিশুর প্রিয় বস্তুর স্বত্ব হারানো বলেছেন কিন্তু আর গভীরে যাননি। Sanyal and Dasgupta (2008) কর্তৃক ছয় থেকে বারো বছরের সহস্রাধিক ভারতীয় শিশুদের ওপর করা রূপকথা নিরীক্ষা (Fairy Tale Test[৪]; Coulacoglou, 2002) নামক একটি প্রতিষ্ঠিত পূর্বাভাসিক ব্যক্তিত্ব নিরীক্ষণ এ বিষয়ে কিছু অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছে। গবেষকবৃন্দ শিশুর অধিকারপ্রিয়তার (possessiveness) দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেছেন যে তা হলো কোনো কিছুর স্বত্ব সম্বন্ধে শিশুর স্বীয় অনুভূতি এবং সে অনুভূতির সাপেক্ষে অবস্থানুযায়ী বৈরী ও পাল্টা আচরণেরই নামান্তর, যেখানে শিশু এই অনুভূতি দ্বারা ঠিক করে কোনো কিছু তার বা তার নয়। তাঁরা নিরীক্ষায় দেখতে পান শিশুর কোনো বস্তুর অধিকারপ্রিয়তা বা বঞ্চনা শিশুর পরিবারের আর্থসামাজিক অবস্থানের সাথে প্রবলভাবে সম্পর্কিত। কৌতূহলোদ্দীপক হলো, নিম্ন ও উচ্চ আর্থসামাজিক অবস্থানে থাকা পরিবারের শিশুরা অধিকারপ্রিয়তা সর্বোচ্চ প্রদর্শন করেছে এবং মধ্যম অবস্থানে থাকা পরিবারের শিশুরা সর্বনিম্ন। তাঁরা আরও জানান শিশুর কোনো বস্তু হারানোর ঘটনা সাধারণ নয়, এর সাথে নিরাপত্তা, স্বস্তি, তৎসংক্রান্ত উদ্বেগ প্রভৃতি অনুভূতি ও বাস্তবতা জড়িত:

> In lower SES [socioeconomic status] classes, possessiveness of material things implies attainment of a more comfortable living standard and a higher social status. Upper-class children feel

> insecure when faced with the possibility of losing materials. Holding on to material objects or possessions signifies security, comfort, and social status in life. In this respect, middle-class children seem to differ a little: They do not experience a total lack of material comfort, yet they have less anxiety over losing possessions. (Sanyal & Dasgupta, 2008, p. 286)।

Seyderhelm (2020) বর্ণনা করেছেন যে, এই হারানোর ঘটনাকে শিশু বেদনা, ক্রোধ প্রভৃতি উদিত অনুভূতিগুলোর মাধ্যমে অন্যান্য মর্মপীড়াকে মোকাবিলার মতোই একটি প্রক্রিয়ায় মোকাবিলা করে, যাকে এই সংক্রান্ত গবেষণা সাহিত্যে ব্যক্ত করা হয়েছে মর্মপীড়া প্রগমন (grief process) নামে। একই সূত্র ধরে Sunderland (2022) জানিয়েছেন যে, শিশুর এই মর্মপীড়া প্রগমনে কখনো ব্যাঘাত ঘটতে পারে এবং তজ্জন্য শিশুর পরিচর্যাকারীকে সহায়তা করার নিমিত্তে লক্ষ রাখতে হবে প্রগমনে ব্যাঘাত ঘটলো কি না। যেমন: যদি দেখা যায় শিশুর কোনো প্রিয় জিনিস হারানো তার মাঝে তীব্র উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তার জন্ম দিয়েছে, বা শিশু বারবার তার বর্তমান জিনিসপত্র যে ঠিকঠাক আছে বা হারায়নি তা পরীক্ষা করতে রীতিগ্রস্ত হয়ে আছে, তবে বুঝতে হবে শিশুর মর্মপীড়া প্রগমনে ব্যাঘাত ঘটেছে। Sunderland আরও জানিয়েছেন যে, এই নাজুক অবস্থায় শিশু সামান্য কিছু হারালেও তার মাঝে তীব্র আতঙ্কের প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। Fodorova (2004) আরও বর্ণনা করেছেন কোনো কিছু হারালে অনুভূতিগুলো ভীতি থেকে অপরাধবোধ, অতঃপর উত্তেজনা, এবং এরপর যদি বস্তুটি খুঁজে পাওয়া যায়, তবে স্বস্তি, এভাবে ঘটতে পারে। তিনি মত দিয়েছেন যে, হারানো কোনো কিছু খুঁজে পাওয়ার মধ্যে এক দারুণ শিহরন আছে– নিয়তিকে পরাজিত করার যেন একটি উপলব্ধি আছে: "a triumph of defying the fate" (Fodorova, 2004, p. 108)। Li and Li (2016) ১০ থেকে ১৭ বছরের চৈনিক-মার্কিনদের ওপর গবেষণায় দেখেছেন যে, তারা দৈনন্দিন জীবনের বাতাবরণে নানামুখী ভীষণ চাপ অনুভব করে, প্রিয়জন ও আশেপাশের নানা সত্তাদের সাথে বাসায় ও শিক্ষালয়ে চাওয়া-পাওয়ার মানসিক লড়াইয়ের মধ্যে থাকে এবং দিনান্তে তাদের মানসিক স্বাস্থ্য চাহিদাসমূহ অনেকাংশে অপূর্ণ রয়ে যায়। গবেষকরা দেখতে পান যে, এই কৈশোরে থাকাদের চাপ সৃষ্টিকারী উপাদানের মধ্যে অন্যতম হলো কোনো জিনিস হারানো। আবার কোনো কিছু হারানো যেমন বিভিন্ন পীড়ার উপক্রম করতে পারে, বিদ্যমান জ্ঞান আমাদের অবহিত করে যে, পীড়াও কোনো কিছু হারানোর সূত্রপাত করতে পারে। স্নায়বিক বিকাশের গবেষণা বলে শিশু যদি বারবার নিজের জিনিসপত্র হারাতে থাকে, তা অতিচঞ্চল অমনোযোগিতার (attention deficit hyperactivity disorder; Sharkey & Fitzgerald, 2007; Glovinsky, 2002) লক্ষণ হতে পারে।

যদিও সিংহভাগ গবেষণা সাহিত্য দৃঢ়ভাবে জানায় যে, প্রিয় কিছু হারানো শিশুদের মানসিকভাবে ভারাক্রান্ত করে, সামান্য কিছু গবেষণা সাহিত্যে এর ঈষৎ বৈসাদৃশ্য দেখা যায় (Blake & Harris, 2009; Faigenbaum, 2018; Maguire, 2019)। এই গবেষকবৃন্দ ব্যক্ত করেন, কোনো কোনো শিশু প্রিয় কিছু হারালে বিচলিত নাও হতে পারে, বিশেষত যদি সেই প্রিয় কিছুগুলো সহজে বদলানো যায় অথবা খুব ব্যক্তিগত কিছু না হয়। তাঁরা মনে করেন, কৈশোরে থাকাদের নির্বাহী কার্যক্ষমতা (স্বীয় মস্তিষ্কের বিভিন্ন ভাবনা গুছিয়ে রাখার, তার সাপেক্ষে অদূর বা সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা করার এবং স্মরণশক্তি প্রয়োগ করে সমন্বিতভাবে কাজ করার ক্ষমতা) বিকাশমান থাকায় কোনো কিছু হারানোর ঘটনা খুবই স্বাভাবিক এবং বড়ো হওয়ার বৈশিষ্ট্যসূচক। বড়ো হতে হতে শিশু এসব বস্তুকে নিজের পরিচয়ের অংশ না ভেবে আলাদা করতে শেখে, যার ফলে বস্তুর খোয়া যাওয়া তত উদ্বেগের উদ্রেক হয়তো করে না।

আমাদের জানা মতে, কোনো বস্তু হারালে শিশুর মনে কী প্রভাব পড়ে, বা শিশুর প্রিয় কিছু হারানোর প্রপঞ্চটি নিয়ে বাংলাদেশ বা এই দক্ষিণ-এশীয় উপমহাদেশের প্রেক্ষিতে গবেষণালব্ধ বিদ্যাবত্তা অপ্রতুল, যদিও, যেমনটি উপর্যুক্ত, আন্তর্জাতিকভাবে এটা নিয়ে বিভিন্ন প্রকারের, বিভিন্ন গবেষণা-উদ্দেশ্যের অনুসন্ধান হয়েছে। তবে বাংলা সাহিত্য আমাদের এখানে বিমুখ করে না। যেমন ছড়াসাহিত্যে শিশুর প্রিয় কিছু হারানোর বিষয়টি উঠে এসেছে। অন্নদাশঙ্কর (২০০৩) লিখেছেন, "একদিন, ভাই, হারিয়ে গেল/আংটি আমার সোনার ... হায় রে আমার আংটি সোনা/কোথায় পাব তারে!" (পৃ. ১৫৯), যেখানে শৈশব অতিক্রম করে আসা একজনের বর্ণনায় শৈশবস্মৃতি, ঘুড়ি ওড়ানোর নেশা আর হারানো আংটি নিয়ে মনস্তাপ ফুটে উঠেছে। আবার লুৎফর (২০২০) লিখেছেন, "পুতুলখেলার বউ হারিয়ে আমেনা/সকাল থেকে কাঁদছে শুধু, থামে না" (পৃ. ১৩)। হুমায়ুন (১৯৯৮) রূপকালংকার ব্যবহার করে, অন্যান্য কিছুর মধ্যে, "হারিয়ে যাওয়া একটি প্রজাপতির জন্যে" (পৃ. ২১৫) মৃত্যুবরণ করার কথা বলেছেন। প্রায় অনুরূপ রূপকালংকারিকভাবে মাহমুদ (২০১৯) মায়ের সোনার নোলক হারিয়ে যাওয়া দিয়ে সম্ভবত বাংলাদেশ বা এই জনপদের প্রিয় কিছু– যা হতে পারে অভিলষিত কোনো সাংস্কৃতিক উপাদান–হারিয়ে যাওয়ার কাতরতা এক নিঃশঙ্ক শিশুর কণ্ঠে ফুটিয়ে তুলেছেন, বলিয়েছেন, "আমার মায়ের গয়না ছাড়া ঘরকে যাবে না" (পৃ. ১৩)। "মণিহারা ফণী" উপমায়, যার মানে "প্রিয়জন বা কাঙ্ক্ষিত বস্তু হারানোর ফলে অস্থিরচিত্ত ব্যক্তি" (জামিল, ২০১৬, পৃ. ১০৬৯), উঠে এসেছে এই জনপদের রূপকথা সিঞ্চিত প্রবাদ: "প্রবাদ এইরূপ যে, সাপের মাথায় মণি থাকে। কেহ কোনোরূপে সেই মণি অপহরণ করিলে সাপ উন্মত্তের ন্যায় হইয়া তাহা খুঁজিয়া বেড়ায়" (সুবলচন্দ্র ও মজিবর, ১৯৯৩, পৃ. ১৪৪)। বাংলা সাহিত্যে শিশুর কিছু হারানোর এরকম নানাপ্রকার আক্ষরিক বা রূপক বর্ণনার নির্যাস লক্ষ করে আমরা দেখতে পাই, শিশুর কিছু হারানোর সাথে সংকট, দুঃখ, এবং দীর্ঘস্থায়ী বিষাদ অব্যবহিতভাবে বিরাজমান, যা কারণিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছে ধরা যায়। যেরূপ আমরা উল্লেখ করেছি, বাংলাদেশি শিশু বা

কৈশোরে থাকাদের কোনো প্রিয় জিনিস হারানোর প্রপঞ্চ বিদ্যমান গবেষণা সাহিত্য আমাদের দেখায় খ্রিয়মান হয়নি। সে জন্য, বাংলাদেশি শিশু তথা কৈশোরে থাকাদের কোনো প্রিয় জিনিস হারানো নিয়ে কী অনুভূতি, সে গবেষণা-প্রশ্নের উত্তর জানতে আমরা এই অনুসন্ধানটি পরিচালনা করেছি।

তত্ত্বীয় কাঠামো

এই গবেষণাটি বিস্তৃত অর্থে সংযোজন তত্ত্ব (attachment theory; Ainsworth & Bowlby, 1991), স্থিতিস্থাপকতা তত্ত্ব (resilience theory; Werner, 1993) এবং ঐক্ষিক ভাষা তত্ত্বের (visual rhetoric theory; Foss, 2018) ওপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা হয়েছে। গবেষণা পদ্ধতি অনুচ্ছেদে আমরা আমাদের ব্যবহৃত পদ্ধতির ব্যাখ্যা দিয়েছি, কিন্তু এখানে তত্ত্বের সাথে প্রসঙ্গানুগতা বর্ণনার বরাতে কিছু বলা দরকার। আমরা এই গবেষণায় দুইটি সচিত্র শিশুতোষ গল্প পৃথকভাবে অংশগ্রহণমূলক পঠন প্রতিবেশে পড়ার ব্যবস্থা করেছিলাম, যেখানে আমরা ঐক্ষিক ভাষা তত্ত্বের ওপর ভর করেছি। গল্পপাঠ সমাপ্ত হওয়ার পর আমরা একক আনুপুঙ্খিক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে কৈশোরে থাকাদের তাদের প্রিয় জিনিস হারানোর অনুভূতি নিয়ে জিজ্ঞেস করেছি এবং নিবিড় কথোপকথনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেকের একটি প্রতিকৃতি আঁকার চেষ্টা করেছি, যেখানে আমরা সংযোজন তত্ত্ব এবং স্থিতিস্থাপকতা তত্ত্বের শরণাপন্ন হয়েছি।

Ainsworth and Bowlby (1991) কর্তৃক বিরচিত সংযোজন তত্ত্বে বলা হয়েছে যে, শিশুর একজন সংবেদনশীল পরিচর্যাকারী প্রয়োজন যে শিশুকে একটি নিরাপদ আশ্রয়স্থল (safe haven) এবং নিরাপদ ঘাঁটির (secure base) বোধ প্রদান করবে। পরিচর্যাকারীর সাথে শিশুর এই সংযোজন শিশুকে নিয়মাত্মক বেড়ে ওঠায় এবং সামাজিকভাবে অন্যান্যদের সাথে মিথস্ক্রিয়ায় সমর্থ করে তোলে, যার প্রভাব জীবনাবধি– যেমন: সে কেমন সম্পর্ক গঠন করবে বা অন্যান্যের সাথে কীভাবে সম্পর্কের বিভিন্ন রীতিসমূহ পরিচালনা করবে– পরিলক্ষিত হয়। সংযোজন তাত্ত্বিকগণ এই সংযোজনের প্রপঞ্চ বহুবিধ ক্ষেত্রে যে স্পষ্টত প্রতীয়মান তা দেখিয়েছেন (Goldberg et al., 2000)। তাত্ত্বিক কলেবরে এই তত্ত্ব অন্য তত্ত্বের সাথে সমাগত; যেমন, মনঃসমীক্ষণবিদ্যার আলোকে প্রদত্ত যাচিত সম্পর্ক তত্ত্ব (object relations theory; Gomez, 1997; Winnicott, 1984) বলে যে, শিশু প্রসূত হওয়ার পর থেকে শুরু করে তার চারপাশে থাকা ব্যক্তিদের (যেমন: মা, বাবা, পরিচর্যাকারী) সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে চায় এবং শিশুর অহংবোধ এই সম্পর্কের নিরিখে উদ্ভাসিত হয় যা আজীবন চলমান। এই সংযোজন বা সম্পর্কের মাঝে ভৌত বস্তুর অবস্থানকে আমরা Winnicott (2005)-এর উপর্যুক্ত আপাতক বস্তুর তত্ত্ব দ্বারা আরও গভীরভাবে দেখতে পারি, যেখানে ভৌত বস্তুর সাথে

শিশুর সংযোজন ঘটার বিষয়টি পরিষ্কার হয়। তবে আমাদের গবেষণার স্বার্থে আমরা সংযোজন তত্ত্বের অন্যতম প্রণেতা Bowlby (1973)-এর ভাবনাকে প্রণিধান করব। তিনি জানিয়েছেন:

> Anxiety is the reaction to the danger of losing the object, the pain of mourning the reaction to the actual loss of object, and defence a mode of dealing with anxiety and pain (p. 29).

Bowlby ব্যক্ত করেছেন যে, কোনো বস্তু হারানো ব্যক্তির মাঝে উদ্বেগের, বিশেষ করে বিচ্ছেদজনিত উদ্বেগের জন্ম দেয়। শিশুদের ক্ষেত্রে সেটার সাথে মিশে আছে পরিত্যক্ত হওয়ার ভয় বা সংযোজনকে (মা, বাবা, পরিচর্যাকারী প্রভৃতি) হারানোর ভয়। কোনো বস্তু হারানোর ফলে অনুভূত উদ্বেগে শিশুর এ জাতীয় ক্ষতমূলক পূর্ব অভিজ্ঞতা সম্মিলিত হতে পারে, প্রাদুর্ভাব করাতে পারে বিশেষ ভয় বা আচরণের, যা শিশুর পূর্ণবয়স হওয়ার পরও বজায় থাকে। এই তত্ত্বের সাথে Fodorova (2004)-ও একমত হয়েছেন এবং নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে আরও বর্ণনা করেছেন যে, কোনো কিছু হারানোর ব্যথা এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে অর্পিত হয়ে আন্তঃপ্রজন্মীয় ক্ষত হিসেবে রূপ নিতে পারে (যেমন: মা-বাবা কর্তৃক বর্ণিত কোনো কিছু হারানোর অতীতকথা শিশুকে বলার মাধ্যমে ক্ষত বা সংলগ্ন বোধ শিশুর মাঝেও সঞ্চারিত করা)।

যদি শিশুর কোনো বস্তু হারানোকে এভাবে ঘটনাবহুল এবং ক্ষতমূলক প্রপঞ্চ ধরি, তবে পরবর্তীকালে তা শিশুকে শক্তি জোগায় কি না তা বুঝতে আমাদের সাহায্য করে স্থিতিস্থাপকতা তত্ত্ব (Werner, 1993)। এই তত্ত্বে স্থিতিস্থাপকতা বা "টেনে ছেড়ে দিলে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে এমন গুণসম্পন্ন" (জামিল, ২০১৬, পৃ. ১৩৬২) বিষয়টি বিচয়নের মাধ্যমে ঘাত-প্রতিঘাতের পরও শিশুর জীবনসংগ্রামে সফল হওয়ার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। তিন দশকের বেশি সময় ধরে, জন্ম থেকে ৩২ বছর বয়সি হওয়া পর্যন্ত ব্যক্তিদের ওপর সম্পাদিত অনুদৈর্ঘ্য গবেষণার মাধ্যমে Werner (1993) দেখেছেন যে, অনেক প্রতিকূলতা (যেমন: দারিদ্র্য, পারিবারিক কলহ প্রভৃতি) থাকা সত্ত্বেও কয়েকজন শিশু দক্ষ, যত্নশীল, সফল প্রাপ্তবয়স্কে পরিণত হয়েছে। তিনি এদের মাঝে স্থিতিস্থাপকতা শনাক্ত করেছেন এবং তার কারণ হিসেবে আবিষ্কার করেছেন শিশুর নিজ সামর্থ্য, সংবেদনশীল প্রাপ্তবয়স্কের পাশে থাকা আর সামাজিক সুযোগ। Werner দেখতে পেয়েছেন এই টিকে থাকা শিশুদের কোনো বৈরিভাবাপন্ন দশাকে সাফল্যের সাথে আয়ত্ত করার সময় আপন মনের স্থিতিস্থাপকতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, যা, অপরাপর উপাদানের মধ্যে, তাদের ব্যক্তিগত জিনিসপত্র বা শখের দ্বারাও আলম্বিত হতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে, Edwards (2024) সংযোজন তত্ত্বের আঙিনা থেকে এই প্রকৃতির সংযোজন এবং তা থেকে সৃজিত সহযোগকে আবেগিক নোঙর (emotional anchor) হিসেবে অভিহিত করেছেন। Werner (1993)-এর কাছে ফিরে আসি: যদিও

Werner এই ব্যক্তিগত জিনিসপত্রের হারানো নিয়ে সরাসরি কিছু বলেননি, কিন্তু তাঁর গবেষণার রায় আমাদের স্থিতিস্থাপকতার প্রয়োগজ বা পরীক্ষালব্ধ মর্মার্থ জানায়। পাশাপাশি আরও জানায়, বহু প্রতিকূলতার পেষণও শিশুরা বিবিধ উপায়ে রুখে দিয়ে সফল হতে পারে এবং প্রিয় বস্তু হারানোর মতো আপাতদৃষ্টে হ্রস্ব ক্ষতও শিশুর স্থিতিস্থাপকতার সাথে সম্পর্কিত হতে পারে।

অধিকন্তু, স্থিতিস্থাপকতার ধারণা নিয়ে বিভিন্ন স্বতন্ত্র অনুষদের বিজ্ঞগণের আখ্যাও (Garmezy & Rutter, 1988; Garmezy et al., 1984; Masten et al., 1990; Ungar, 2008, 2012, 2021) এই উপলব্ধিকে জোরদার করে। যেমনঃ Ungar (2008) বিভিন্ন দেশের সার্ধসহস্র ১৩–১৯ বছরের ব্যক্তিদের ওপর গবেষণা করে দেখতে পেয়েছেন যে, স্থিতিস্থাপকতার কিছু ঘটক বা অনুঘটকের প্রাসঙ্গিকতা সর্বজনীন (উদাহরণস্বরূপ: সংবেদনশীল প্রাপ্তবয়স্কের সাথে মিথস্ক্রিয়া, স্বকার্যকারিতা প্রভৃতি), আবার কিছু সংস্কৃতিগত (উদাহরণস্বরূপ: কোনো কোনো অঞ্চলের ক্ষেত্রে পারিবারিক সহায়তা এবং সমষ্টিবাচক স্থিতিস্থাপকতা)। তিনি আরও দেখেছেন, সংস্কৃতি ভেদে এ ঘটকসমূহের প্রভাবের মাত্রা ও পরিসর ভিন্ন এবং সেগুলো ব্যক্তির কাছে তার স্বকীয়তার সাথে সাথে সামাজিক বাস্তবতা ও পারিপার্শ্বিকতার পরিপ্রেক্ষিতে লভ্য সুযোগ ও সম্পদ কাজে লাগানোর কৌশলও দাবি করে। একইভাবে, Garmezy et al. (1984) এবং Masten et al. (1990), দুইটি বহুলউদ্ধৃত প্রভাবসম্পন্ন গবেষণাও শিশুর স্থিতিস্থাপকতা সংঘটনে পূর্বোক্ত ঘটকসমূহের সঙ্গে সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিধির তাৎপর্য ব্যক্ত করে। অর্থাৎ এই স্থিতিস্থাপকতার সংঘটন বাংলাদেশি শিশু বা কৈশোরে থাকাদের জন্য Werner (1993)-এর তত্ত্বানুযায়ী ঘটলেও তা প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশি সংস্কৃতির বাতাবরণে অনন্যভাবে প্রকাশিত হয়, যদিও বাংলাদেশ বা এই সামাজিক-সাংস্কৃতিক অঞ্চলের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রপঞ্চটি সবিশেষ গবেষিত না বলে এই প্রকাশের রূপ-প্রকৃতি আমাদের অজানা। এই তাত্ত্বিকদের গবেষণার আরেকটি নিগূঢ় পরিজ্ঞান হলোঃ স্থিতিস্থাপকতার কপাট খোলার চাবি লুকিয়ে আছে শিশুর মনে– শিশু কীভাবে দুঃখকর ঘটনাকে মনে উপলব্ধি করে, যাদৃশ Konnikova (2016) শুধিয়েছেন, “Perception is key to resilience: Do you conceptualize an event as traumatic, or as a chance to learn and grow?” (অনু. ১)।

আমাদের গবেষণার একটি পদ্ধতিগত উপাদান হলো দুইটি সচিত্র শিশুতোষ গল্পের অংশগ্রহণমূলক পঠন, যার সচিত্র গল্প দেখার অংশের ভিত ঐক্ষিক ভাষাতত্ত্বে (Foss, 2018) এবং অংশগ্রহণমূলক পঠনের অংশের ভিত ভাইগটস্কীয় সামাজিক নির্মিতিবাদভিত্তিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক পঠনের তত্ত্বে (Whitehurst & Lonigan, 1998; Doyle & Bramwell, 2006) গাঁথা। আমরা তত্ত্বের জন্য নির্ধারিত এই অনুচ্ছেদে পদ্ধতিগত উপাদানটির প্রথম অংশের ঐক্ষিক ভাষাতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি, কারণ আমরা মনে করি আমাদের গবেষণায়

তা জ্ঞানতত্ত্বীয় বিশ্ববীক্ষার (epistemological worldview) প্রবেশ-পথ হিসেবে কাজ করেছে। আমাদের গবেষণার অংশগ্রহণকারীদের যখন আমরা সচিত্র গল্প পড়তে দিয়েছি তখন আমরা Foss (2018)-এর বিবৃতিকে ধারণ করেছি, যেখানে তিনি বলেছেন ব্যক্তি যা-ই দেখতে পায় তা আসলে অর্থ উপস্থাপন করে এবং ব্যক্তির মাঝে আবেগ, অনুভূতি, ও বোধগম্যতাকে ডেকে আনে। তিনি আরও ব্যাখ্যা দিয়েছেন কীভাবে কোনো ছবি আলংকারিক চরিত্র ছাপিয়ে স্পষ্ট ভাব কিংবা যুক্তি হিসেবে উদ্ভাসিত হয়। একই আলোচনায়, Doyle and Bramwell (2006) তাঁদের গবেষণায় বিধৃত করেছেন কীভাবে অংশগ্রহণমূলক পঠন মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুর স্বীয় আবেগ ও অনুভূতিকে বোঝার ও প্রকাশ করার একটি সামাজিক-আবেগিক অন্তর্ভূতিমূলক জায়গা দেয়। আমাদের গবেষণায় পঠিত সচিত্র গল্পগুলো কোনো কিছু হারানো নিয়ে এবং সচিত্র গল্পের অংশগ্রহণমূলক পঠন, আমাদের অনুমিতিতে, অপ্রাপ্তবয়স্কদের কোনো কিছু হারানোর স্পর্শকাতর আলোচনা করতে ঐক্ষিক ভাষা তত্ত্বের আলোকে উদ্দীপ্ত করেছে।

গবেষণা পদ্ধতি

এই গুণগত প্রতিকৃতি গবেষণাটি (qualitative portraiture study; Lahman, 2025) ঢাকাস্থ একটি সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের বিদ্যালয়ে সম্পাদিত হয়েছে। এতে অংশগ্রহণ করেছে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়িত ষষ্ঠ শ্রেণির দুইজন মেয়ে ও এক জন ছেলে, যাদের সবার বয়স ১২ বছর এবং ছদ্মনাম যথাক্রমে মিশু, অবনি, ও আরিফ। প্রতিজনের জন্য এক দিন ধরে, তিন জন অংশগ্রহণকারীর সাথে তিন দিন আলাদা আলাদাভাবে এই গবেষণার দুইটি অংশ– গবেষকদের তত্ত্বাবধানে অংশগ্রহণমূলক পঠন (shared reading; Whitehurst & Lonigan, 1998; Doyle & Bramwell, 2006) এবং একজন গবেষকের সাথে মুখোমুখি আনুপুঙ্খিক সাক্ষাৎকার–পরিচালিত হয়েছে। আমাদের অভিগম্য নমুনা, নানা বাস্তবতা ও স্পর্শকাতরতার বিবেচনায় ইচ্ছাকৃতভাবেই আমাদের গবেষণায় হারানোর বিষয়টি আমরা প্রিয় কোনো জিনিসের হারানোর ঘটনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছি, যেখানে জিনিস বলতে– সামগ্রিক তালিকা নয়– কোনো জড়বস্তু, খেলনা, বই, লেখ-সামগ্রী, স্মৃতিস্বরূপ রক্ষিত কোনো কিছু, পোশাকপরিচ্ছদ, উপহার প্রভৃতি হতে পারে। অধিকন্তু, "হারানো" শব্দটি আমাদের কাছে এতদীয় বস্তু খুইয়ে ফেলা বা হাতছাড়া হওয়াকে বোঝাচ্ছে, কাউকে বা কোনো কিছুকে পরাজিত করা বোঝাচ্ছে না।

আমাদের গবেষণার প্রথম অংশগ্রহণকারী কিশোরী মিশু বিদ্যালয়ের নিকটবর্তী একটি দরিদ্রপল্লিতে থাকে। তার মা কয়েক বছর আগে জীবিকার অন্বেষণে তাকে ও তার পিঠাপিঠি ভাইকে-সহ উত্তরবঙ্গ থেকে রাজধানীতে এসেছিলেন। উল্লেখ্য, এই উদ্‌বাসনের চিত্র আমাদের বাকি দুই অংশগ্রহণকারীর জন্যও অভিন্ন। মিশু আমাদের জানিয়েছে যে, ঢাকা আসার পরে প্রথম কয়েক বছর বেশ কষ্টে কাটলেও তারা এখন আগের তুলনায় ভালো আছে– বাকি দুই

অংশগ্রহণকারীও গড়পড়তা একই অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছে। মিশু মোটামুটি নির্লিপ্তভাবে যোগ করেছে যে, তার বাবা অনেক বছর আগে থেকেই নিরুদ্দেশ এবং তাদের সংসারের উপার্জক তার মা, যিনি গৃহপরিচারিকা পেশায় নিয়োজিত আছেন। দ্বিতীয় অংশগ্রহণকারী অবনি তার পরিবারকে নিয়ে বিদ্যালয়ের অদূরবর্তী একটি ছোটো ভাড়া বাসায় থাকে। তার পরিবারে আরও আছে এক বড়ো বোন (অষ্টম শ্রেণিতে পড়ে), মা (গৃহপরিচারিকা পেশায় নিয়োজিত) ও বাবা (একটি ছোটো পানের দোকান চালান)। আমাদের গবেষণার তিনজন অংশগ্রহণকারীর মধ্যে অবনি অপেক্ষাকৃত সংগতিপন্ন পরিবারের অন্তর্গত বলে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে। মিশু যে দরিদ্রপল্লিতে থাকে, আমাদের তৃতীয় অংশগ্রহণকারী আরিফও একই পল্লিতে থাকে। সে তার বাবা সম্বন্ধে অননুমোদনীয়ভাবে জানায় যে, তিনি একজন কুঁড়ে– কোনো কাজ করেন না এবং মা-ই গৃহপরিচারিকা পেশার মাধ্যমে সংসার চালান। আরিফ এই দম্পতির একমাত্র সন্তান। তিনজন অংশগ্রহণকারীই বিভিন্ন পরিসরে তাদের পরিবারের উপার্জনে ভূমিকা রাখার কথা জানিয়েছে (যেমন: মা অসুস্থ থাকলে তাঁর বদলে তাঁর গৃহপরিচারিকা কর্তব্যকর্মের কোনো একটি সম্পাদন– ঘর ঝাড়পোঁছ কিংবা বাসনকোসন ধোয়া, বা দোকানের জিনিস বহন করা প্রভৃতি)। বিদ্যালয়ের নির্বাহী পরিচালক আমাদের জানিয়েছেন যে, তিনজন অংশগ্রহণকারীই বিদ্যালয়ের বিগত বার্ষিক ফলাফলে মধ্যম থেকে উত্তম মানের শিক্ষায়তনিক সাফল্য দেখিয়েছে এবং ষষ্ঠ শ্রেণিতে শ্রেণিকক্ষে উপস্থিতিতেও তারা ৬০ ভাগের ওপরে অবস্থান করছে। বিদ্যালয়টির খাদ্যবিষয়ক তত্ত্বাবধায়ক (houseparent) আরও জানিয়েছেন যে, শেষ পুষ্টি মূল্যায়ন অনুযায়ী এই তিনজন শিক্ষার্থীর দৈহিক বিকাশ মাঝারি মানের, তারা কেউ তীব্র অপুষ্টিতে ভুগছে না।

তথ্য সংগ্রহের প্রথম ধাপে আমরা দুইটি সচিত্র বই অংশগ্রহণমূলক পঠনে ব্যবহার করেছি। প্রথম বইটি Smith (2019) রচিত, চিত্রিত ও সুপ্রসিদ্ধ কেইট গ্রিনঅ্যাওয়ে পদকপ্রাপ্ত, *Small in the City*, যেখানে তীক্ষ্ণ লিখন আর ছবির মিশেলে একটি শিশুর হারানো প্রিয় পোষা বিড়ালকে খোঁজার নিষ্ফল কিন্তু আন্তরিক কাহিনি প্রস্ফুটিত হয়েছে। দ্বিতীয় বইটি *The Day of the Rainbow* (Craft & Daly, 1988), যার সচিত্র গল্পটি কয়েকজন বিভিন্ন বয়সের ব্যক্তির প্রিয় বা প্রয়োজনীয় কিছু হারিয়ে যাওয়া এবং খুঁজে পাওয়াকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। উল্লেখ্য, দুইটি বই-ই মূলত ইংরেজি ভাষায় লিখিত, যার ভাষাশৈলী ৩ থেকে ৮ বছর বয়সি ইংরেজি ভাষাভাষী শিশুদের জন্য। আমরা পূর্বেই পরীক্ষামূলকভাবে যাচাই[৫] করে সুস্পষ্ট হয়েছিলাম যে, বই দুইটি ১২ বছরের বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য অনুকূলে এবং যেহেতু আমরা অংশগ্রহণমূলক পঠনে অংশগ্রহণকারী কিশোর বা কিশোরীকে গল্পতে মগ্ন করতে ভূমিকা রাখবো এবং বঙ্গানুবাদ যোগের দ্বারা গল্প ও চিত্রের বিষয়ে মিথস্ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করব, সেহেতু বইগুলোর নির্বাচন গবেষণা-প্রশ্ন ও পদ্ধতির প্রেক্ষিতে সমীচীন হয়েছিল। আমরা একটি কক্ষে মোটামুটি আরামদায়ক একটি আয়োজন করেছিলাম, যেখানে দুইটি পাশাপাশি নরম আসনবিশিষ্ট চেয়ার এবং সামনে একটি ছোটো টেবিল স্থাপন করা হয়েছিল। একজন অংশগ্রহণকারী কক্ষে প্রবেশ

করার পর তাকে চেয়ার বসিয়ে দুইটি বই থেকে একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল এবং তার পছন্দকৃত বইটি গবেষকের মধ্যস্থতায় পড়া হয়েছিল। যে অংশগ্রহণকারী নিজে পড়তে বেশি আগ্রহ দেখিয়েছিল তার সে চাওয়াকে প্রাধান্য দিয়ে গবেষক পঠনটি এগিয়ে নিয়েছেন, নতুবা গবেষক নিজে প্রত্যুপক্রমী হয়ে গল্পে ও চিত্রে অংশগ্রহণকারীকে অভিনিবিষ্ট করতে চেষ্ঠা করেছেন। বঙ্গানুবাদ করার পাশাপাশি গবেষকগণ পঠন, ইংরেজি শব্দের উচ্চারণ ও অর্থ জানানো, উদ্দীপনা জোগাতে বিভিন্ন প্রশ্ন করা (যেমন: "এটা দেখে কী মনে হচ্ছে?", "বলো তো এখানে কী হচ্ছে?", "এরকম অবস্থা আমাদের সবারই হয়, তাই না?" প্রভৃতি), প্রাসঙ্গিক তথ্য জানানো, এবং চিত্রিত বিভিন্ন উপাদানকে গল্পের স্বার্থে অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন। সাথে সাথে গবেষক পর্যবেক্ষণ করেছেন গল্পের প্রতি, চরিত্রের প্রতি, লিখিত ও চিত্রিত উপাদানের প্রতি এবং সামগ্রিক বিষয়বস্তুর প্রতি অংশগ্রহণকারীর প্রতিক্রিয়া। কোনো উপাদান দ্বারা অংশগ্রহণকারীর পক্ষ থেকে কোনো স্মৃতিচারণা ঘটলে তাও গবেষক মনোযোগ দিয়ে শুনেছেন এবং প্রাসঙ্গিক প্রত্যুক্তি করেছেন বা প্রত্যুত্তর দিয়েছেন। প্রত্যেকের জন্য এই অংশগ্রহণমূলক পঠনের দৈর্ঘ্য ৩০ মিনিটের বেশি হয়নি। অংশগ্রহণকারী পঠন শেষ করে ১৫ মিনিটের বিরতি নিয়ে মুখোমুখি আনুপুঙ্খিক সাক্ষাৎকারে অংশ নিয়েছে, যার দৈর্ঘ্য গড়ে কিঞ্চিদধিক ৪০ মিনিটের হয়েছে।

অংশগ্রহণমূলক পঠন থেকে প্রবুদ্ধ পরবর্তী আনুপুঙ্খিক সাক্ষাৎকারকে আমরা প্রতিকৃতি গবেষণা–আরও স্পষ্ট করে বললে Lahman (2025) যাকে বলেছেন মিশ্র প্রতিকৃতি গবেষণা (medley portraiture)– পদ্ধতির আলোকে সাজিয়েছিলাম। Lawrence-Lightfoot (1983) ও Lawrence-Lightfoot and Davis (1997) কর্তৃক গ্রথিত এই পদ্ধতির ঘটনা অনুধ্যান (case study) পদ্ধতির সাথে কিছু সাদৃশ্য আছে, তবে প্রতিকৃতি গবেষণা চেষ্টা করে খটখটে গতানুগতিক ঘটনা অনুধ্যানের চেয়ে আরও সুগভীর, সমৃদ্ধ ও হৃদয়গ্রাহী বর্ণনার মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীর একটি প্রতিকৃতি আঁকতে (Lahman, 2025)। Lahman এই সমৃদ্ধ ও হৃদয়গ্রাহী প্রতিকৃতি আঁকতে চাওয়ার কৈফিয়ত দিয়েছেন: "to transport readers into these experiences to the extent possible so we can clearly relate the research findings" (p. 115)| Lawrence-Lightfoot and Davis (1997)-এর উক্ত "portraiture is capturing—from an outsider's purview—an insider's understanding of the scene" (p. 25) বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আমরা সাক্ষাৎকারবিধিতে (interview protocol) আমাদের নির্ধারিত গবেষণা-প্রশ্ন দ্বারা চালিত হলেও উন্মুক্ত প্রশ্নমালারই প্রাধান্য রেখেছি, যেখানে কথোপকথনের গতিপ্রকৃতি অংশগ্রহণকারীর চাহিদা, স্বস্তি বা মর্জি অনুযায়ী প্রবাহিত হয়েছে। উন্মুক্ত প্রশ্নমালা শিথিলভাবে নিবদ্ধ ছিল এতদ্‌বিষয়সমূহের ওপর: (ক) প্রিয় কিছু হারানোর ঘটনা, (খ) হারানোর অব্যবহিত পরে মনের অবস্থা, (গ) হারানোর কিছু সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর মনের অবস্থা, (ঘ) বাবা-

মা বা কাছের মানুষদের প্রতিক্রিয়া, (ঙ) কিছু হারানোর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব, এবং (চ) কিছু হারানোর অভিজ্ঞতা নিয়ে অংশগ্রহণকারীর ভাবনার সংশ্লেষণ (takeaway thought)।

প্রাপ্ত উপাত্তের বিশ্লেষণের নিমিত্তে সংগৃহীত শ্রুত্য-সাক্ষাৎকারের প্রতিলিপিকরণ, অংশগ্রহণকারী পঠনপাঠনে প্রাপ্ত মিথস্ক্রিয়া ও পর্যবেক্ষণ তথ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, তদুপরি সংকেতায়ন Lawrence-Lightfoot and Davis (1997) ও Lahman (2025) কর্তৃক উপস্থাপিত উন্মুক্ত সংকেতায়নের মাধ্যমে করা হয়েছে। তাঁদের নির্দেশনা অনুযায়ী সংকেতায়নে অংশগ্রহণকারীর পুনরাবৃত্ত কথা, নিকট-সমাজে থাকা দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা প্রভাবিত ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্যবহ ভাবনা এবং অনুরণনবৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দৃঢ় রূপক বিবরণের প্রতি আমরা দৃকপাত করেছি। একই নির্দেশনা মেনে প্রাপ্ত তথ্যের অনুচ্ছেদে আমরা বিষয়বস্তুসমূহকে (themes) অংশগ্রহণকারীদের প্রতিকৃতির সাথে বিন্যাস করেছি।

গবেষণার নৈতিকতা

এই গবেষণাটি সর্বাংশে British Educational Research Association (2024) কর্তৃক প্রকাশিত শিক্ষা গবেষণার নৈতিক নির্দেশিকাকে দৃঢ়ভাবে পালন করেছে। গবেষণার বিষয়ে বিদ্যালয়ের নির্বাহী পরিচালকের সম্মতি লাভ ও নমুনায়নে সহায়তার পর তাঁর মধ্যস্থতায় তিন জন অংশগ্রহণকারীর অভিভাবকের সাথে গবেষকগণ যোগাযোগ করেছিলেন এবং গবেষণাটির সারাংশ নিয়ে আলোচনা করে তাঁদের পোষ্য কী পরিসরে গবেষণায় অংশগ্রহণ করতে পারে, তা পর্যালোচনা করেছিলেন। অভিভাবকবৃন্দের অনুমতি পাওয়ার পর তিনজন কিশোর-কিশোরীকেও গবেষণাটির সারাংশ বুঝিয়ে বলা হয়েছিল এবং তাঁদের অনুমতি প্রার্থনা করা হয়েছিল। সকলকে সুনির্দিষ্টভাবে জানানো হয়েছিল যে, কারো আসল নাম বা সরাসরি চিহ্নিত করা যায় এমন কোনো তথ্য পরিপূর্ণভাবে গুপ্ত রাখা হবে এবং গবেষণার কোনো অংশে বা প্রকাশনায় ব্যবহার করা হবে না। সকলের অনুমতি প্রাপ্তির আগে ও পরে একাধিকবার পরিষ্কারভাবে জানানো হয়েছিল অংশগ্রহণকারীরা যে কোনো সময় চাইলে, এমনকি চলমান অবস্থায়ও, গবেষণার কাজগুলো থেকে প্রস্থান করতে পারে এবং সেহেতু তাকে কোনো কারণ দর্শাতে হবে না। বিদ্যালয়ের নির্বাহী পরিচালক একজন শিক্ষয়িত্রীকে নিযুক্ত করেছিলেন যিনি অংশগ্রহণমূলক পঠন ও আনুপুঙ্খিক সাক্ষাৎকারের সময় কক্ষের বাইরে উপবিষ্ট ছিলেন এবং শিক্ষার্থীদের দেখভাল ও কোনো প্রয়োজন মেটাতে সচেষ্ট ছিলেন। গবেষণায় অংশগ্রহণের জন্য অংশগ্রহণকারী কাউকে বিরতির সময় হালকা জলখাবার ব্যতীত কোনো আর্থিক বা অন্য প্রকারের প্রণোদনা দেওয়া হয়নি।

গবেষণার বিশ্বস্ততা

Lawrence-Lightfoot and Davis (1997) প্রতিকৃতি গবেষণায় ত্রিভুজীকরণের (triangulation) মাধ্যমে গবেষণার বিশ্বস্ততা অর্জনের কথা বলেছেন: "Using triangulation, the researcher employs various strategies and tools of data collection, looking for the points of convergence among them" (পৃ. ২০৪)। এই গবেষণার বাস্তবতায় আমরা দুইভাবে বিশ্বস্ততা প্রাপ্তির চেষ্টা করেছি। প্রথমত, আমরা তথ্য সংগ্রহের জন্য সোজাসুজি আনুপুঙ্খিক সাক্ষাৎকারের ওপর নির্ভর করিনি, অংশগ্রহণকারী পঠনপাঠনও শুরুতে নিযুক্ত করেছি। দ্বিতীয়ত, তথ্য বিশ্লেষণের সময় আমরা আনুপুঙ্খিক সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্যকে অংশগ্রহণমূলক পঠনকালে প্রাপ্ত মিথস্ক্রিয়া ও পর্যবেক্ষণ তথ্যের সংশ্লেষণে গভীরভাবে বুঝতে চেষ্টা করেছি। পঠনকালের মিথস্ক্রিয়ায় এবং সাক্ষাৎকারের উন্মুক্ত প্রশ্নমালায় সংগতিপূর্ণভাবেই আমাদের তথা গবেষকের নিজের দৃষ্টিভঙ্গি বা পক্ষপাতের ক্ষরণ হতে পারে ধরে নিয়ে প্রতিবর্তিতা (reflexivity; Lahman, 2025) প্রয়োগের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণে আমাদের হস্তক্ষেপ বা পদক্ষেপগুলোকে আমরা বারবার সমালোচনার দৃষ্টিতে প্রশ্ন করেছি। এই প্রশ্ন করা প্রাপ্ত তথ্যকে, তা থেকে উদিত বিষয়বস্তুকে এবং সর্বোপরি অভিজ্ঞতাগুলোকে বুঝতে আমাদেরকে প্রস্তুত করেছে, যাকে Lahman (2025) আখ্যাত করেছেন "Becoming" (পৃ. ২) বলে। আমরা প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণ শেষে অংশগ্রহণকারী কর্তৃক যাচাইয়ের (member checking) উদ্দেশ্যে পুনরায় বিদ্যালয়ে গমন করেছি এবং তিনজনের প্রতিকৃতির সারাংশ প্রত্যেককে পৃথকভাবে নির্বাহী পরিচালকের উপস্থিতিতে অবহিত করে আলোচনা করেছি, যাতে প্রত্যেকের মতামত ও প্রতিক্রিয়ার অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে গবেষণার গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত হয়।

আরেকটি বিষয় হলো, এই গবেষণাটি ১২ বছরের শিশুদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে গবেষণা-প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করেছে এবং বয়স গণ্য করলে শিশুদের গবেষণার অংশ হিসেবে প্রদানকৃত তথ্য এবং বিশ্লেষণ শেষে যাচাইয়ের সময়ে প্রদানকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতার বিষয়টি পুরোভাগে চলে আসতে পারে। এ ক্ষেত্রে Brady and Graham (2019) জানিয়েছেন যে, প্রতিটি শিশু নিজ নিজ জীবনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সক্রিয় নাগরিক এবং শিশুকে গবেষণায় প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত করলে গবেষণার গভীরতা ও বৈচিত্র্য উল্লেখযোগ্যভাবে সমৃদ্ধ হয়। তাঁরা আরও জানান, শিশুর অংশগ্রহণে সম্পাদিত গবেষণার বিশ্বস্ততা বৃদ্ধির জন্য গবেষণাকে এমনভাবে সাজাতে বা পরিচালিত করতে হয় যাতে গবেষণাটি শিশুর জন্য সুবোধ্য ও আকর্ষণীয় হয়, নিশ্চিত করতে হয় যাতে তথ্য সংগ্রহের সময় শিশু নিঃসংকোচে কথা বলতে পারে এবং গবেষকবৃন্দকে সজাগ থাকতে হয় নিজের ও শিশুর বিভিন্ন পক্ষপাত নিয়ে যাতে তা প্রাপ্ত তথ্যকে আরো গভীরভাবে বুঝতে সাহায্য করতে পারে। Brady and Graham ফল বিশ্লেষণ শেষে যাচাইয়ের ক্ষেত্রেও শিশুকে সম্পৃক্ত করার ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁরা ঘোষণা

করেছেন গবেষণার পরবর্তী পর্যায়েও শিশুর সংশ্লিষ্টতা গবেষণার যথার্থতা ও প্রাসঙ্গিকতাকে নিশ্চিত করে। আমরা এই গবেষণা এমনভাবে সাজিয়েছিলাম যাতে Brady and Graham বর্ণিত বিবেচনাসমূহ রক্ষিত হয়; যেমন: গবেষণার সক্রিয় ও আকর্ষণীয় উপাদান হিসেবে সচিত্র বইয়ের অংশগ্রহণমূলক পঠন বা শিশুকে তার মন খুলে কথা বলার নিরাপদ প্রতিবেশ প্রদান করা।

প্রাপ্ত তথ্য

বাড়তি সতর্ক অবনি: একটি প্রতিকৃতি

চেয়ারে বসেই স্মিত অবনি বেশ আগ্রহ নিয়ে বই দুইটি নড়াচাড়া শুরু করেছিল। তাকে পড়ার জন্য একটি বই বেছে নিতে বলা হলে সে একটু হতোদ্যম হলো বলে মনে হলো। আমরা[৬] তাকে আশ্বাস দিলাম যে পরেও সে অপর বইটি পড়তে পারবে। তার বেছে নেওয়া বইটি ছিল *Small in the City* (Smith, 2019) এবং এই বইটি বেছে নেওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করাতে সে জানালো যে তার রেলগাড়ি খুব পছন্দ এবং বইটার প্রচ্ছদ দেখে মনে হচ্ছে "বাচ্চাটা ট্রেনে বসে আছে[৭]"। পৃষ্ঠা উল্টাতেই বইটির প্রতিটি ছবির দিকে অবনি মনোযোগ দিয়ে তাকাচ্ছিল এবং বুঝতে চেষ্টা করছিল তার কাছে কিছু আশা করা হচ্ছে কি না। আমরা বইয়ের লিখনগুলো পড়তে শুরু করলে অবনিও জড়তা কাটিয়ে পড়তে শুরু করলো। বইয়ের ভেতর চিত্রিত একটি পেয়ালায় কয়টি ছোটো লাল ফুল দেখে সে জিজ্ঞেস করলো সেগুলো রঙ্গন ফুল কি না, কিন্তু তৎক্ষণাৎ শুধরে নিয়ে বললো, "না, রঙ্গনের বোঁটা কালো না।" শুরুর কয়েকটি পৃষ্ঠায় Smith-এর কথাহীন চিত্র (wordless picture; Bosch, 2018) তাকে কিছুটা অবাক করলেও সে আরও মনোযোগী হয়ে মাথা ঝুঁকে বুঝতে চেষ্টা করছিল কী ঘটছে। কথাযুক্ত পৃষ্ঠা শুরু হলো এবং গল্পের চরিত্রটিকে একটি ট্রাম থেকে নামতে দেখা গেলে আশ্চর্যান্বিত হয়ে অবনি বললো, "শহরের মাঝখানে ট্রেন?" তখন আমরা তাকে ট্রাম সম্বন্ধে জানালাম। প্রতিটি উন্মীলিত পৃষ্ঠাযুগল অবনি ও আমরা সমভিব্যাহারে দেখতে ও পড়তে থাকলাম। অবনি ইংরেজি বুঝতে পারছে তার সায় দিলেও অপেক্ষা করছিল যে যা লেখা আছে আমরা তা বাংলায় অনুবাদ করে বলব, আমরা সে ধারাটি বজায় রাখলাম। আমাদের অবাক করে অবনি একটি পৃষ্ঠায় (পৃ. ১২) মূল চরিত্রের শার্সির কাঁচে প্রতিফলিত হওয়ার একটি চিত্র দেখে জানালো যে সে কাছের একটি বিপণিকেন্দ্রে নিজের ক্ষেত্রেও এরকম হতে দেখেছে। পৃ. ১৬-এর লাইনগুলো পড়ার পর অবনি আমাদের আরও অবাক করলো (উল্লেখ্য, বইটিতে Smith [2019] গল্পের শুরুতেই জানাননি যে গল্পের চরিত্রটি তার হারিয়ে যাওয়া বিড়ালটি খুঁজছে– আদতে, Smith লিখিতভাবে সে তথ্য প্রকাশ করবেন না, তবে শেষের পৃষ্ঠাগুলোতে সচিত্রভাবে বিড়াল হারানোর বিষয়টি জ্ঞাত হবে):

> অবনি: (বই থেকে পড়ছে) Three big dogs chase and bite each other in this yard. I would avoid the place…if I were you.

আমরা: (বঙ্গানুবাদ করে, গল্প পড়ার কণ্ঠে) এই জায়গাটায়– (স্বাভাবিক কণ্ঠে) "yard" মানে হলো উঠান, জায়গা– (গল্প পড়ার কণ্ঠে প্রত্যাগমন) তিনটা বড় size-এর কুকুর মারামারি, কামড়াকামড়ি করে। আমি তোমার জায়গায় হলে এখান থেকে দূরে থাকতাম, এখানে আসতাম না।

অবনি: (কৌতুহলী চেহারা করে) ছেলেটা কি ওর বিড়াল খুঁজছে?

আমরা: (বিস্ময় একটু চেপে) তোমাকে আগেও বলেছিলাম, ও ছেলে না মেয়ে সেটা যেহেতু লেখক বলেননি, তাই ও কিন্তু একটা মেয়েও হতে পারে। হুম, হতেও পারে ও ওর বিড়ালটা খুঁজছে ... আচ্ছা [অবনি], তোমার কোনো পোষা প্রাণী আছে, মানে pet?

অবনি: হুম, মানে কয়েকটা বিড়াল আমাদের বাসার ওখানে খাবারের জন্য ঘোরাফেরা করে...। তার একটাকে খুব আদর লাগে, পুরা সাদা ধবধবে, অনেক ডাঁট। ওকে মাঝেমাঝে খাবার দেই।

আমরা: বিড়ালটার কোনো নাম দিয়েছো?

অবনি: হ্যাঁ, পুশি।

আমাদের পড়া ও দেখা আগাতে থাকে এবং গল্পের গভীরতা বাড়ার সাথে সাথে লক্ষণীয়ভাবে অবনিও উৎকণ্ঠিত হতে থাকে– সে বুঝতে চায় চরিত্রটি কাকে খুঁজছে, নিশ্চিত হতে চায় সেটা তার পোষা বিড়াল কি না। আমরা তাকে কয়েকটি ইংরেজি শব্দের বাংলা আলাদা করে বলি (যেমন: mulberry bush হলো তুঁত, এক ধরনের ছোটো ছোটো ফলের ঝাড়; walnut হলো আখরোট, এক ধরনের বাদাম; curl মানে জড়সড়ো হওয়া)। উৎকণ্ঠিত হলেও গল্প আগাতে থাকলে, মাছ বিক্রেতাদের কথায়, গায়ের লোমে চোরকাঁটা লাগার কথায়, দুই-তিনবার অবনি আত্মবিশ্বাসী হয়ে বললো, "বিড়ালই, ও ওর বিড়ালটা খুঁজছে!" আরো কয় পৃষ্ঠা পরে চরিত্রটির সাঁটানো একটি পোস্টারে "Lost" এবং বিড়ালের ছবি দেখে অবনি নিশ্চিত হয় যে তার অনুমান সঠিক ছিল, কিন্তু নিজের অনুমান নিশ্চিতকরণের সন্তোষ উদ্‌যাপন না করে সে তাড়াতাড়ি গল্পটা আগাতে চাইলো। উপান্তবর্তী পৃষ্ঠাযুগলে চরিত্রটির একজন প্রাপ্তবয়স্ককে দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরা দেখে অবনি বিহ্বল হয়ে আমাদের জিজ্ঞেস করলো, "ওর মা, তাই না?" শেষ পৃষ্ঠায় একটা ছোট্ট চতুর্ভুজে Smith-এর চিত্রিত বরফের ওপর ছোট্ট পদাঙ্ক বা থাবার চিহ্ন দেখে অবনি হাস্যোজ্জ্বল ও সন্দেহহীনভাবে জানালো, "পুশিটা ঘরে ফিরেছে!"

বিরতি শেষে আনুপুঙ্খিক সাক্ষাৎকার শুরু হলে কিছু কথাবার্তার পর আমরা জানতে চাইলাম অবনি কেন বলেছিল যে বিড়ালটা ঘরে ফিরেছে, এবং কেন সে বিড়ালটাকে "পুশি" ডাকছিল। অবনি জানালো শেষ পৃষ্ঠার ছোট্ট চতুর্ভুজের ভেতর প্রথম পৃষ্ঠার পেয়ালায় থাকা রঙ্গনজাতীয়

ফুলগুলোও ছিল যা দেখে তার মনে হয়েছে ঐ পদাঙ্ক বিড়ালটার বাসায় ফেরাকে ইঙ্গিত করেছিল। আর সে হারিয়ে যাওয়া বিড়ালটাকে আদর করে "পুশি" ডেকেছিল। তার অনুভূতি জানতে চাইলে অবনি জানালো যে শীতকাল তার খুব প্রিয় এবং গল্পের চরিত্রটি যে এই প্রিয় সময়টায় তার পোষা বিড়ালকে খুঁজে পাচ্ছে না সেটা শুরুতে তার মন খারাপ করে দিয়েছিল। কিন্তু শেষে বিড়ালটা ফেরত আসায় তার "খুবই ভালো লেগেছে।" বইটার গল্প ও ছবি নিয়ে সে তার ভালো লাগা জানালো, আর যদিও গল্পটা একটা "তুষার ঝরে পড়ে" বা তুঁত ফলের ঝাড় থাকে এমন দেশে ঘটেছে এবং যদিও অবনি কখনো বিড়াল "ঘরে রেখে" পোষেনি, চরিত্রটির পোষা প্রাণী হারানোর ব্যথা এবং খুঁজে না পাওয়ার "পেরেশানি" অবনি অনুভব করতে পারছিল। সে মনে করে এমন কষ্ট ও দুশ্চিন্তা কিছু হারালেই অনুভূত হয়, তবে জিনিসটা যদি খুব প্রিয় কিছু হয়, খুব সুন্দর কিছু হয় বা প্রিয় কেউ দিয়ে থাকে তখন "ভীষণ" কষ্ট ও দুশ্চিন্তা হয়। অন্যের কোনো "আমানত" হারালেও একই অনুভূতি হয়: "আরও ভয় থাকে যার জিনিস হারিয়েছি, সে গালি দিবে, তার সাথে [ঝগড়া] হবে।" অবনি নিঃসংশয়েই জানালো তার ভীষণ কষ্ট, দুশ্চিন্তা এবং দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতবিশিষ্ট হারানোর বস্তুটি হলো "খুব সুন্দর, সোনালি, একটা প্রজাপতির মতো দেখতে দুল," যা তৃতীয় শ্রেণিতে থাকতে "কান ফোটানোর পর" তার মা তাকে "খুব শখ করে" কিনে দিয়েছিলেন। অবনি অন্য দিকে তাকিয়ে সকাতরে বর্ণনা করে কীভাবে তার কানের দুলজোড়া হারিয়েছিল। সে বছর ঈদের পরদিন অবনি ও তার পরিবার গ্রামের বাড়ি গিয়েছিল এবং গিয়েই অবনি আর তার বড়ো বোন তাদের মামাতো ভাই-বোনের সাথে পুকুরে নাইতে নেমেছিল। আনন্দের আতিশয্যে অবনি ভুলে গিয়েছিল কান থেকে দুল খুলে রাখার কথা। পুকুর থেকে উঠে ঈদের নতুন জামা পরে প্রস্তুত হয়ে খাবার সময় সে আবিষ্কার করে যে তার কানে তার প্রিয় দুলজোড়া নেই। অবনি প্রথমে মনে করতে পারছিল না যে, শেষ কখন তার কানে দুল ছিল, সে কি পুকুর থেকে উঠে এসে বাড়ির কোনো জায়গায় দুলজোড়া রেখেছিল; সে আরও হতবুদ্ধি হয়ে ভাবতে থাকে ঢাকা থেকে আসার সময় কি কানে দুল ঠিকঠাক ছিল। পুকুরেই হারিয়েছে, এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে অবনি প্রথমেই অতিশয় অসহায়ত্ব অনুভব করে, কারণ "এতো বড়ো পুকুরে দুলজোড়া কি আর খুঁজে পাওয়া যাবে?" অতঃপর তার ভয় লাগে : ভয় লাগে কারণ দামি এক জোড়া দুল– মা অনেক বকা দিবেন, মা সবসময় তাকে ধীর-স্থির হওয়ার কথা বলেন, "বেশি লাফাতে" নিষেধ করেন। অবনি তার বড়ো বোনকে হারানোর বিষয় জানায় এবং তার পরের যে কয়দিন তারা গ্রামের বাড়িতে ছিল, প্রতিদিনই পুকুরে ডুব দিয়ে তারা দুলজোড়া খোঁজার চেষ্টা করেছিল: "[আপু] খুব ভালো সাঁতরায় তো...ডুব দিয়ে অনেক খোঁজে, কিন্তু পায় না, খালি হাতে [কাদা] নিয়ে ওঠে।" অবনি রাজধানীতে ফেরার পর একদিন মা তাকে জিজ্ঞেস করলে সে বাধ্য হয় জানাতে যে দুলজোড়া সে গ্রামের বাড়ির পুকুরে গোসলের সময় হারিয়েছিল। তার মা তাকে তৎক্ষণাৎ শাসন ও ভর্ৎসনা করেছিলেন এবং এরপরেও অনেকবার এই হারানোর বিষয়টি মনে করিয়ে দিয়ে তাকে ধীর-স্থির হতে অনুশাসন করতেন। তার বাবা বিষয়টি জানার পর জানিয়েছিলেন যে, "ও রকম আরেক জোড়া দুল"

আবার কিনে দিবেন। কিন্তু সেটা পরে কোনো কারণে আর ঘটেনি। অবনি একটু কৌতুকী ঢঙে এও জানালো যে আগে জানলে সে দুল হারিয়েছে এরকম পোস্টার গ্রামে লাগাতে পারতো।

অবনি মনে করে সবচেয়ে বড় যে "শিক্ষা" ওর হয়েছে সেটা হলো সতর্ক থাকার বিষয় বা এ জাতীয় সচেতনতা: "ছোটো ছোটো জিনিস হারিয়ে যেতে পারে, সেটা বেশি করে খেয়াল রাখতে হয়।" অবনি এরপরে আরেকবার গত বছর গ্রামের বাড়ি গিয়েছিল এবং অনেক "দোয়া পড়ে" পুকুরে ডুব দিয়ে কানের দুলজোড়া খুঁজে পেতে চেষ্টা করেছিল। আবার "[সুলভ মনিহারি দোকানের বাজার]"-এ ও এর পর যতবার গিয়েছে, "মনে মনে ওরকম কানের দুল" খুঁজেছে। আমরা জানতে চাই ও আর কোনো প্রিয় জিনিস হারিয়েছে কি না। অবনি জানায় ছোটখাটো জিনিস ও আর হারায় না, "বারবার দেখে খেয়াল [রাখে]।" তবে ওর এক বন্ধুর কলম ওর কাছে গচ্ছিত ছিল, যেটা ঘরে কোথাও হারিয়ে গিয়েছিল, সেটা ওকে কয়েকদিন কুণ্ঠিত করে রেখেছিল: "ভাগ্যিস, [আপু] ঝাড়ু দিতে যেয়ে কলমটা খুঁজে পেয়েছিল।"

পরিবর্তিত আচরণের মিশু: একটি প্রতিকৃতি

মিশু আসনে বসে বই দুইটির দিকে তাকিয়ে একটু ভীতভাবে বললো, "আমাকে পড়তে হবে?" আমরা তাকে জানাই যে, যে কোনো একটি বই সে বেছে নিতে পারে এবং বইটি আমরা একসাথে পড়বো। আরও জানাই, সে চাইলে কিছু অংশ সে পড়তে পারে, কিন্তু তার ভালো না লাগলে আমরাই তাকে পড়ে শোনাবো। মিশু বেছে নেয় *The Day of the Rainbow* (Craft & Daly, 1988)। মিশু জানায় এই বইটা বেছে নেওয়ার কারণ তার রংধনু খুব পছন্দ– বইয়ের প্রচ্ছদ ও প্রচ্ছদের পটভূমিতে রংধনু ডোরা তাকে আকৃষ্ট করেছে। মিশু যে বইয়ের চিত্রগুলো খুব পছন্দ করেছে সেটা স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছিলো, সে তাড়াতাড়ি পৃষ্ঠা উল্টাতে চাচ্ছিলো না এবং মনোযোগ দিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ছবিগুলো দেখছিল। প্রথম দিকে লেখাগুলো একটু পড়ার চেষ্টা করলেও মিশু কিছুক্ষণের মধ্যে আর পড়ার প্রতি আগ্রহ দেখালো না এবং আশা করছিল আমরাই পড়ে শোনাবো। আমরা তাই করলাম কিন্তু মিথস্ক্রিয়াতেও আরেকটু নজর দিলাম। ও আমাদের ছবির বিভিন্ন কিছু সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করছিল এবং আমরাও বিভিন্ন কিছু সম্বন্ধে ওর মতামত জিজ্ঞেস করছিলাম। গল্প আগাতে থাকলে, চিত্রিত লিরয় নামের চাকাওয়ালা স্কেট জুতাপরা একটি কিশোর চরিত্রের ফসকে যাওয়া কাগজে মোড়ানো উপহার দেখিয়ে মিশু জিজ্ঞেস করে, "দেখেছেন, স্কেটে দৌড়ে যাওয়ার কারণে ওর উপহারটা পড়ে গিয়েছে।" আমরা প্রশ্ন করি সে স্কেট আগে থেকে কীভাবে চিনে। মিশু তখন আমাদের জানায় তাদের বিদ্যালয়ে স্কেট জুতা আছে যা আরো অন্যান্য উপহারসহ কয়েক বছর আগে একজন বিদেশি অতিথি তাদের উপহার দিয়েছিলেন। আমরা পৃষ্ঠা উল্টাই, মিশু মনোযোগ দিয়ে ছবিগুলো দেখে এবং চরিত্রগুলোর হারিয়ে যাওয়া প্রিয় জিনিস– বই, পাকপ্রণালি, কাগজে মোড়ানো উপহার– নিয়ে

চকিত ও আমোদিত হয়। বইটিও ওর রংধনুপ্রীতিতে জোয়ার দেয়, সচিত্র গল্প জানায় হারানো প্রিয় জিনিসগুলো রংধনুর শেষ প্রান্তে পাওয়া যাবে। মিশু দারুণ অবাক হয়:

> মিশু: সত্যি? রংধনুর শেষে হারানো জিনিস পাওয়া যায়?
>
> আমরা: এখানে গল্পে এরকম বলা হচ্ছে, কোনো না কোনোভাবে হারানো জিনিসগুলো ainbow'র শেষ প্রান্তে...
>
> মিশু: (অন্যমনস্ক হয়ে) আমি কখনো রংধনুর শেষ প্রান্ত দেখি নাই...
>
> আমরা: আমিও না। রংধনু যেহেতু fixed বা স্থির কিছু না...
>
> মিশু: আপনিও দেখেননি– আপনি কত বড়ো মানুষ, আপনি কখনোই দেখেননি!
>
> আমরা: না, আসলে সত্যিকার রংধনুর শেষ প্রান্ত কেউ কখনো দেখতে পায় না।
>
> মিশু: (দূরে তাকিয়ে) ঠিকই যদি হারানো জিনিস ওখানে পাওয়া যেত তাহলে মজাই হতো...

মিশু নিবিষ্টমনে গল্প শুনছিল আর পঠিত গল্পের সাথে ছবি মিলিয়ে নিচ্ছিল। যে পৃষ্ঠায় চরিত্রগুলো সবাই নিজ নিজ হারিয়ে যাওয়া প্রিয় জিনিসগুলো খুঁজে পাবে, তার আগের পৃষ্ঠায় থেমে আমরা ওকে জিজ্ঞেস করলাম ওর কী মনে হয়, সবাই কি হারানো জিনিসগুলো খুঁজে পাবে। হঠাৎ থামায় মিশু একটু বিরক্ত হলো, এক পল পরেই বললো, "হ্যাঁ! নইলে তো গল্পটা শেষ হবে না।" আমরা পৃষ্ঠা উল্টালাম এবং পড়ার আগেই শুধু ছবি দেখে মিশু সহাস্যবদনে জানালো, "এই তো, বললাম না, এই তো পেয়ে গেলো!" শেষ পৃষ্ঠায় বইটির একটি চরিত্রের হারিয়ে যাওয়া বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ার চিত্র দেখে মিশু তার ঠোঁট আদুরে মতন করে বললো, "মেয়েটা এখন আরাম করে ঘুমাক।"

আনুপুঙ্খিক সাক্ষাৎকারে মিশু জানালো যে বইটা তার খুব ভালো লাগলেও "আসলে সব সময় সব হারানো জিনিস খুঁজে পাওয়া যায় না।" তার দুইটা জিনিস হারানোতে তার মন এখনও মাঝে মাঝে খারাপ হয় এবং সে জানে এই দুইটা জিনিস আর কখনই খুঁজে পাওয়া যাবে না। মিশু উদাসীভাবে জানালো:

> ফ্রক জামা শুকাতে দিয়েছি, বিকালে দেখি আর সেখানে জামাটা নাই। ওখানের আরেকজনের জামা আরেক দিন বাতাসে উড়ে গিয়েছিল, আমি ভাবলাম সেরকম না তো। কিন্তু জানলাম সেদিন ঝড় হয় নাই। খুব মন খারাপ হয়েছিল, নিজেকে গালি পাড়ছিলাম কেন ওখানে শুকাতে দিলাম। ... এখন আর ওখানে কাপড় শুকাতে দেই

> না। আরেকটা জিনিস হারিয়ে খুব ... রাবার, আমার স্কুলের friend দিয়েছিল, খুব সুন্দর দেখতে– একটা আইসক্রিম, একদিন হঠাৎ করে আর খুঁজে পাই না। অনেক খুঁজছি, অনেক...

কয়েক বছর আগের ঘটনা হওয়ায় মিশু মনে করতে পারছিল না ফ্রকটা নিয়ে কেউ তাকে কিছু ভালোমন্দ বলেছিল কি না। তার নিজের মন খারাপ হওয়া ছাড়া তার আর বিশেষ কিছু মনে নেই, কিন্তু সে ঐ একই জায়গায় আর কখনই কাপড় শুকাতে দেয়নি সেটা কয়েকবার বললো। মিশু এরপর আমাদের তাদের বাসার ওদিকে থাকা একজন ব্যক্তি সম্বন্ধে জানালো যিনি "বাটি চালিয়ে" হারানো জিনিস খুঁজে বের করতে পারেন এবং অনেকে যে অনেক কিছু খুঁজে পেয়েছে সেটাও মিশু শুনেছিল। আমরা প্রত্যুত্তরে তাকে কুসংস্কার ও প্রবঞ্চনার বিষয়ে জানালাম, তবে বুঝতে পারলাম না মিশু প্রতীত হয়েছে কি না। মিশু মনে করে, "দুষ্ট ছেলেমেয়েদের জিনিস হারানো যায়" কারণ হারানো যাওয়ার বিষয়টি "দুষ্টামির শাস্তি।" তার আগের তুলনায় এখন "কিছুই হারায় না" কারণ সে "এখন আর দুষ্টামি [করে] না।"

বন্ধুবৎসল আরিফঃ একটি প্রতিকৃতি

পড়ার জন্য আরিফও *The Day of the Rainbow* (Craft & Daly, 1988) বেছে নেয়। এটা বেছে নেওয়ার জন্য তার কোনো নির্দিষ্ট কারণ নেই: "এমনি মনে হলো, তাই।" আরিফ মিতভাষী, আমরা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে জানালাম যে, এই বইয়ের পঠন সে যেমন চায় তেমন হতে পারেঃ চাইলে সে ইংরেজি লেখা পড়তে পারে, আর আমরা তা বঙ্গানুবাদ করে বলবো, নতুবা অন্য কোনো পদ্ধতি, যেটা তার ভালো লাগে। আরিফ বইটা নেড়েচেড়ে এক মুহূর্ত ভেবে জানালো সে নিজে ইংরেজি অংশগুলো পড়বে। আমরা পৃষ্ঠা উল্টালাম, আরিফ মনোযোগ দিয়ে ইংরেজি শব্দগুলো পড়ে পড়ে আগাতে থাকলো। আমাদের মনে হলো ওর ছবির প্রতি আগ্রহ তুলনামূলক কম, আমরা তাই লেখার সাথে ছবিকে সম্পৃক্ত করতে লেখার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনার চেষ্টা করলাম। যেমনঃ যখন আরিফ পড়লো, "Shopping goes flopping," আমরা জিজ্ঞেস করলাম ছবি দেখে ওর কী মনে হয়, "flopping"-এর মানে কী হতে পারে। ছবির দিকে মনোযোগ দিয়ে আরিফ মৃদু হেসে বললো, "ব্যাগ ছিঁড়ে সব জিনিস পড়ে গিয়েছে, এটা?" আমরা সম্মতি জানালাম। ওর পড়ার মাঝে আমরা কিছু ইংরেজি শব্দের উচ্চারণ ও অর্থ আলাদা করে জানালাম। উল্লেখ্য, এই বইটিতে লেখার ধরনে লঘু পদ্যের (light verse; Baldick, 2008) প্রয়োগ আছে; কিছু শব্দ বিদ্যমান যা ছন্দপারিপাট্যে আনুকূল্য দিয়েছে কিন্তু খুব অর্থজ্ঞাপক নয় (যেমনঃ slipitty-slop, whoops, ah-tishoo প্রভৃতি)। আরিফ এই জাতীয় শব্দগুলোতে পড়তে গিয়ে একটু হোঁচট খাচ্ছিলো, আমরা ওকে আশ্বস্ত করে জানালাম যে, শব্দগুলো "পড়াতে মজা আনার জন্য, ছন্দ আনার জন্য" লেখক লিখেছেন। আরিফও ওদের বিদ্যালয়ে যে স্কেট জুতা আছে এবং কয়েকবার চেষ্টা করে ও যে বুঝতে পেরেছে স্কেট জুতায়

চলা বা দৌড়ানো বেশ কঠিন, সে সম্বন্ধে জানালো। রংধনুর শেষ প্রান্তে হারানো জিনিস পাওয়ার ঘটনা পড়ার পর আরিফ খুব একটা উচ্ছ্বাস দেখালো না। রংধনু ওর কেমন লাগে, আমরা তাই জিজ্ঞেস করলাম। রংধনু দৃষ্টিনন্দন হলেও আরিফ রংধনু নিয়ে তখন কিছু কথার পর একটা চাপা উষ্মা জানালো:

> বন্ধুদের সাথে বৃষ্টিতে ফুটবল খেলি, আমরা তাই বর্ষার কালে বৃষ্টির অপেক্ষায় থাকি, কখন বৃষ্টি আসলো। মাঝে কখনো এরকম হয় যে বৃষ্টি হয় নাই, কিন্তু আকাশে রংধনু; আবার কখনো রংধনু আসছে মানে, তখন দেখা যাবে আর সেই বেলায় বৃষ্টি হবে না। তার মানে আর খেলা হবে না সেই দিন।

মোটামুটি পরিমিত আবেগ ও প্রতিক্রিয়া দেখিয়ে আরিফ পড়া শেষ করে; আমাদের ওকে দেখে মনে হয় ও নীরবে চিন্তা করছে। আমরা ওর কেমন লেগেছে জানতে চাইলে ও বললো, "ইংরেজি কঠিন লেগেছে, কিন্তু ভালো লেগেছে– সবাই সব কিছু শেষে খুঁজে পেয়েছে।"

সাক্ষাৎকার পর্বে আরিফ জানালো ওর "একটাই হারানোর কাহিনি" আছে। কয়েক বছর আগে ও তখন একটা "ভাতের হোটেলে" ফুটফরমাশ খাটতো। সে আয়ে ও একটা "ডিয়ার বল" বা ফুটবল কিনেছিল, যা একদিন খেলার সময় হারিয়ে যায়:

> আরিফ: আমরা বল রেখে এক দিকে চেয়ে খেলার জন্য দল বাঁটছিলাম। একটু পরে দেখি বল গায়েব।
>
> আমরা: যেখানে রেখেছিলে সেখানে নেই?
>
> আরিফ: জি, [এলাকার নাম] মাঠে আমরা ছাড়াও অনেক ছেলেরা খেলে, বাচ্চারাও খেলে, আবার অনেক বড়োরা ব্যায়াম করে। ... কেউ তো চুরি-ই করেছে। ... আমরা সবাই সব দিকে খুঁজতে থাকলাম। [এলাকার নাম] মাঠ তো বিশাল। আমাদের সাথে আরও কয়জনও খুঁজতে থাকলো...খুঁজতে খুঁজতে মাগরিব...
>
> আমরা: কিন্তু পেলে না?
>
> আরিফ: জি না, চুরি করলে কি আর পাওয়া যায়? ... আমার কান্নাই পেয়ে গেল, অনেক প্রিয় ছিল বলটা, বেশি দিন খেলতেও পারি নাই, খুব ভালো "লব" [আরিফ বলটির লাফানোর পারঙ্গমতা বোঝাচ্ছে] ছিল...

আমরা সমব্যথী হয়ে জানতে চাইলাম এরপর ওরা কীভাবে ফুটবল খেলত বা এরপর কী হলো:

আরিফ: নিজের ফুটবল ছাড়া খেলা যায় না, আমরা অনেক দিন খেলি নাই। আর ফুটবল কেনার আগেও আমরা খুব বেশি খেলতে পারতাম না, বড়ো ভাইরা কখনো খেলায় নিলে...

আমরা: ঐ মাঠেই?

আরিফ: জি, ঐ মাঠেও, আবার [আরেকটি এলাকার নাম] মাঠেও, যদিও মাঠটায় রাজমিস্ত্রিদের জিনিস-টিনিস রাখা...

আমরা: এখন কীভাবে ফুটবল...

আরিফ: এরপর আমরা বন্ধুরা সবাই টাকা দিয়ে কিনেছি, সেটা দিয়েই এখন খেলি।

আমরা: ঐ হুবহু একই ফুটবল কিনেছিলে?

আরিফ: জি না, ওটার মতোই, কিন্তু অন্য design, আগেরটা, যেটা হারানো...সেটা সাদা-কালো...

আরিফ জানালো ফুটবল হারানোতে ওর নিজের ভেতরকার মন খারাপ হওয়া ছাড়া ওকে কেউ বকেনি। ওর "খেলার সাথি" বন্ধুরাও প্রায় একইভাবে দুঃখী হয়েছিল এবং ওরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করত, কখনো যদি মাঠে অন্য কাউকে ফুটবলটা দিয়ে খেলতে দেখে, চিনতে পারবে কি না, বা চিনলে কি মারামারি করে ছিনিয়ে আনবে কি না। আরিফ এও জানালো ওর অন্যান্য "টুকিটাকি কিছু" হারানোর ঘটনা আছে, কিন্তু ওগুলো বিশেষ প্রিয় কিছু না এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ও ঐ জিনিসগুলো খুঁজে পেয়েছে। এরকম হারানোর এবং খুঁজে পাওয়ার ঘটনা ওর কাছে স্বাভাবিক একটা বিষয় মনে হয়: "এরকম তো হয়-ই।" আরিফ অতঃপর আমাদের খানিকটা চমকে দিয়ে হাসিমুখে জানালো, "বলটা হারানোয় দুঃখ পেয়েছিলাম কিন্তু একটা খুব ভালো ঘটনাও আছে। আমি মাঝে মাঝে ভাবি বিষয়টা...।" আরিফ এখন যাকে সবচেয়ে ভালো বন্ধু ভাবে, তার সাথে পরিচয় হয়েছিল সেই দিন বিকেলে বল খুঁজতে গিয়ে। প্রথমে সস্মিত বদনে শুরু করে শেষের দিকে খানিকটা শক্ত হয়ে আরিফ ভালো বন্ধুর বা ভালো বন্ধুতার বিষয়ে দীর্ঘ মতামত জানালো; ভালো বন্ধু না থাকলে কীভাবে কেউ "বিপথে" যেতে পারে সেটা জানালো: "কার সাথে মিশলাম, এটা তো বিষয়, [একজন সমবয়সির নাম] তো খারাপ হয়ে গেল খারাপ গো সাথে মিশে, এখন 'ডান্ডি' [নামান্তরে, "ড্যান্ডি," এক প্রকার শ্বাসের সঙ্গে টেনে নেওয়া যায় এমন সুলভ মাদক, দ্রষ্টব্য ইশতিয়াক (২০২৩)] খায়, শুনেছি।" আমরা আমাদের কথোপকথনকে উষ্ণ বা নাতিশীতোষ্ণ অবস্থায় ফেরত আনতে ওকে ওর অন্যান্য বন্ধু সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলাম, জিজ্ঞেস করলাম ফুটবলে ও কোন্ অবস্থানে খেলে। আরিফ নিমেষেই জানালো, "আমি আর [উপর্যুক্ত সবচেয়ে ভালো বন্ধু] striker...!"

আলোচনা

অংশগ্রহণকারী কিশোর-কিশোরীরা তাদের প্রিয় জিনিস হারানোর সূক্ষ্ম দ্যোতনাময় কষ্টের বর্ণনা আমাদের জানিয়েছে। আমাদের অনুসন্ধান অবগত করে যে, তাদের উপলব্ধ কষ্ট একমাত্রিক তো নয়-ই, বরং সংযোজন তত্ত্বের Bowlby (1973)-এর নিরূপিত উদ্বেগ থেকে শুরু করে Lynch-Fraser (1992)-এর স্মৃতিময় সংযোগ খোয়া যাওয়ার হাহাকার, Humphreys (2004)-এর ব্যাখ্যাত বস্তুর সত্ত্ব বেহাত হওয়ার দুঃখ এবং Sunderland (2022) কর্তৃক স্পষ্টীকৃত উদ্‌গত ভীতি প্রভৃতি এই বহুমাত্রিক কষ্টে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিশেষত্ব নিয়ে আমাদের গোচরীভূত হয়। অংশগ্রহণকারীদের স্বীয় পারিবারিক বিন্যাস ও তদ্‌বিধ সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রতিবেশ সেই কষ্টের অনুভূতিকে আরও সূক্ষ্মতার অন্তরন দেয়। মিশু ও আরিফ, যাদের পরিবার দুটোকে মাতৃপ্রধান বলা চলে, প্রিয় কিছু হারানোয় পরিবারের অন্য কারও তিরস্কারের শঙ্কা বা এরকম টানাপোড়েন অনুভব করে না, যা হয়তো এই পরিবারগুলোর শাসন-শৃঙ্খলার আন্তঃক্রিয়া সম্বন্ধে ধারণা দেয়। তবে বিষয়টি সহজ অঙ্ক নয়। মিশু তার কোনো হারানোর ঘটনাকে তার ব্যক্তিগত জীবনের শৃঙ্খলা ও নৈতিকতার সাথে সমানুপাতিকভাবে দেখে এবং সে উদ্দেশ্যে আরও অনেক কিছু মিলিয়ে দোষশূন্য কিশোরী হতে চায়। অন্য দিকে, আরিফ হারানোর বিষয়টি হারানো বস্তুর সত্ত্বের মালিকানা যে তার নিজেরই, সে পরিপ্রেক্ষিতে ধারণ করে– সে তার মা বা অন্য কারও কিনে দেওয়া কিছু হারায়নি, নিজের কেনা জিনিস হারানোতে দুঃখ ও কষ্ট তাই তার নিজেরই। বিস্তৃতভাবে দেখলে, আরিফ ও মিশু তাদের পরিবারের শাসন-শৃঙ্খলার আন্তঃক্রিয়া সম্বন্ধে সম্ভবত এটা জানায় যে, ওদের মায়েদের পেশার ব্যস্ততার কারণে সম্ভাব্য শিথিল অভিভাবকত্ব থেকেই হোক বা বাবার সক্রিয় উপস্থিতি না থাকার কারণে বা অন্য যে কোনো কারণেই হোক, তাদের পরিবারে, Sege et al. (2018) যাদৃশ বাতলিয়েছেন, কঠোর শাস্তির বদলে উষ্ণ ও বোঝাপড়ার একটি পরিবেশ হয়তো আছে, যা সংযোজন তত্ত্বের আলোকেও ব্যাখ্যাত হতে পারে। পক্ষান্তরে, অবনি এই একই পরিপ্রেক্ষিতে ভীতির কথা ব্যক্ত করার পাশাপাশি তার মা যে তাকে বেশ শাসন করেছিলেন সেটা জানিয়েছিল। কিন্তু অন্তত দুইটি কোণ থেকে তার টানাপোড়েন প্রশমিত হয়েছিল বলা চলে। এক, অবনি তার মা যে শখ করে তাকে ঐ কানের দুলজোড়া কিনে দিয়েছিলেন সেই ঘটনার রোমন্থনে তাঁর আন্তরিকতার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছিল, যা তাকে মায়ের করা পরবর্তী রাগের বিপ্রতীপ কোণে হয়তো উষ্ণতাকে বসাতে দেয়। অপরটি হলো, তার বড়ো বোন বা বাবার কাছ থেকে প্রাপ্ত ভরসা বা তাদের পাশে থাকা, যা তার হারানোর এবং পরবর্তী ভর্ৎসনার কষ্টকে মীমাংসা করতে হয়তো সাহায্য করে। তৎসূত্রে, McKee et al. (2007) উদ্‌ঘাটন করেছেন যে, শিশুর কোনো ঘাত-প্রতিঘাতকে অন্তঃস্থ ও নিষ্পত্তি করার প্রক্রিয়ায় এরূপ সহানুভূতিশীল ও স্নেহপ্রবণ উপস্থিতি সংঘর্ষবারক (buffer) হিসেবে কাজ করে এবং জরুরি মানসিক সহায়তা দেয়। তাঁরা আরও

দেখেছেন যে, সাধারণ অর্থে, শাসনের মাত্রার ক্ষেত্রে পুরুষ শিশু নারী শিশু অপেক্ষা কঠোরতর শাসনভোগ করে, যা অবশ্য আমাদের গবেষণায় আমরা দেখতে পাইনি।

আমরা দেখতে পেয়েছি সকল অংশগ্রহণকারীর ক্ষেত্রেই তাদের প্রিয় জিনিস হারানোর ঘটনা তাদের জীবনদর্শনকে গড়তে বিভিন্ন মাত্রায় প্রভাবিত করেছে। এই প্রভাবের সরাসরি প্রকাশ ঘটেছে তাদের আচরণিক পরিবর্তনগুলো দ্বারা। অবনি ছোটোখাটো জিনিস নিয়ে আগের থেকে বেশি সতর্ক, মিশু আর অরক্ষিত জায়গায় কাপড় শুকাতে দেয় না এবং আরিফ বিশ্বাস করে কোনো খারাপ ঘটনার কোনো ভালো পরিণতিও থাকতে পারে। এই তিনজন কিশোর-কিশোরী তাদের হারানোর ঘটনায় উপলব্ধ বহুমাত্রিক কষ্টকে উতরে যে পরিবর্তনগুলো তাদের আচরণে এনেছে, তা তাদের জীবনদর্শন ও বিশ্ববীক্ষার অন্যান্য অক্ষেও প্রভাব রেখেছে বা রাখবে ধরা যায়। Michie et al. (2011) তাঁদের বহুল উদ্ধৃত গবেষণায় দেখেছেন যে, আচরণ প্রকৃতপক্ষে দক্ষতা, প্রেষণা ও সুযোগের সাথে পরিব্যাপ্ত। এদের যে কোনোটির উন্নয়ন বা অবনয়ন অপর দুইটিকেও প্রভাবিত করে এবং যে কোনো অর্জিত আচরণ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ আচরণকেও প্রভাবিত করে। অর্থাৎ হারানোর ঘটনাগুলোয় অংশগ্রহণকারীদের বর্ণিত দক্ষতা, প্রেষণা ও সুযোগের যে ব্যাপ্তি আমরা দেখেছি, তা তাদের অনুবর্তী আচরণিক পরিবর্তনের যৌক্তিকতা স্পষ্ট করে এবং একই সাথে জানায় যে, ধরে নেওয়া যায় এই পরিবর্তন বহুমুখী। যেমন, অবনি তার নিদর্শন দিয়েছে ধরা যায়– যখন সে অংশগ্রহণমূলক পঠনের শুরুতেই অন্য বইটির সম্বন্ধেও জানতে চেয়েছিল যা হয়তো তার ঈষৎ খুঁতখুঁতে মনোভাবের ইঙ্গিত দেয়, যদিও এটা ধরে নিতেই হবে Michie et al. যেমন বলেছেন, যে কোনো আচরণ বহুধাবিস্তৃত। এই সিদ্ধান্তেও আমরা উপনীত হতে পারি যে, অংশগ্রহণকারী তিনজনই হারানোর ঘটনা দ্বারা টলে পড়েনি এবং স্বীয় ও বহিঃস্থ স্থিতিস্থাপকতা দ্বারা তারা জীবনে এগিয়ে গিয়েছে, যা Werner (1993)-এর স্থিতিস্থাপকতা তত্ত্বের প্রমাণ হাজির করে। আমাদের মনে হয়েছে যার কাছ থেকে সবচেয়ে মূর্তভাবে সেটা প্রকাশ পেয়েছে সে হলো আরিফ। আরিফ প্রিয় ফুটবলটি হারানোর দুর্ঘটনার সাথে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রিয় বন্ধু খুঁজে পাওয়ার ও ভালো বন্ধুত্ব যে কল্যাণকর, তার যোগসূত্র স্থাপন করে। সে বন্ধুত্বের যে গভীর গুরুত্ব আমাদের জানায়, তা Alsarrani et al. (2022)-এর সম্পাদিত বিগত ২২ বছরের গবেষণার প্রণালীবদ্ধ পর্যালোচনায়ও (systematic review) উঠে এসেছে। Alsarrani et al. প্রতিবেদন দিয়েছেন যে, কিশোর-কিশোরীদের মনমরজি, জীবনের প্রতি সন্তুষ্টি, সুখবোধ, আত্মসম্মান, নিঃসঙ্গতা– সর্বসমেত শুভবোধ (well-being) ভালো বন্ধুতার সাথে সম্পর্কিত। van Harmelen et al. (2021) আরও জানিয়েছেন যে, ভালো বন্ধুতা ও স্থিতিস্থাপকতা প্রগাঢ়ভাবে অনুবন্ধী যা বয়ঃসন্ধিকালে অতীব তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁরা দেখতে পেয়েছেন দৃঢ় বন্ধুত্ব কিশোর-কিশোরীর অতীতের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতকে উপশম করে শক্তিশালী ও স্থিতিস্থাপক হয়ে বেড়ে উঠতে সক্ষম করে এবং এই সময়ে বন্ধুত্ব ও স্থিতিস্থাপকতা পারস্পরিক বিকাশের মহিমায় আবর্তিত হয়।

আমাদের গবেষণাটি পদ্ধতিগতভাবে ও গবেষণাক্ষেত্র অনুযায়ী প্রায় অভিনব বলা চলে এবং সে জন্য তুলনামূলক আলোচনার স্বার্থে সদৃশ গবেষণা কিছুটা বিরল। যেমন, অল্পসংখ্যক গবেষণার মধ্যে McDonald-Harker et al. (2021)-এর সাথে আমাদের গবেষণার ফলাফলের তুল্যতা আছে। McDonald-Harker et al. তাঁদের গবেষণায় জানিয়েছেন ২০১৬ সালে সংঘটিত কানাডীয় দাবানলে ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের খেলনা, পোশাক ও প্রযুক্তিপণ্য-সহ প্রিয় জিনিসপত্র হারানোর অভিজ্ঞতা। এই শিশুরা প্রিয় জিনিস হারানোতে মানসিক কষ্ট পেয়েছিল যা দাবানলের ভয়াবহতার সাথে যুক্ত হয়ে আরও কষ্টকর রূপ ধারণ করেছিল। তবে গবেষকবৃন্দ দেখতে পেয়েছেন, অভিভাবকদের সক্রিয় ও সহানুভূতিশীল উপস্থিতি, হারানো জিনিসের প্রতিস্থাপন এবং নিজের বন্ধুদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে ঐ শিশুরা হারানোর কষ্টকে মানিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিল।

সবশেষে আরেকটি বিষয়ের কথা বলতে চাই: এই জাতীয় সুবেদী গবেষণায় আমরা অংশগ্রহণমূলক পঠনের প্রশস্ত প্রায়োগিকতা দেখতে পেয়েছি। তিন জন অংশগ্রহণকারীই সচিত্র গল্পের বই পড়ার পর প্রিয় কিছু হারানোর বিষয়ে কথা বলার সময় তাদের পড়া বইটির কোনো না কোনো উপাদানকে স্মরণ করেছিল এবং কিছু হারানোর বিষয়ে আনুপুঙ্খিক সাক্ষাৎকার পর্বে মোটামুটি সহজে কথা বলতে পেরেছিল, যা আমাদের এই অনুভূতি দেয়েছে যে, অংশগ্রহণমূলক পঠন হারানোর কষ্ট তথা সংবেদনশীল একটি বিষয়ে কথা বলতে মধ্যস্থতাকারী মঞ্চের কাজ করেছে। Batini et al. (2021) তাঁদের সম্পাদিত প্রণালীবদ্ধ পর্যালোচনায়ও দেখতে পেয়েছেন যে, অংশগ্রহণমূলক পঠন অপরের আবেগ-অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার, নিজের মনকে আরও ভালোভাবে বোঝার ও পরিচালনা করার, এবং আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক লালনের সুযোগ প্রদান করে, যা শিশু থেকে শুরু করে কিশোর-কিশোরী ও সকল বয়সের ব্যক্তির সামাজিক-মানসিক বিকাশকে সমুন্নয় করে। তাঁরা আরও দেখতে পেয়েছেন যে, বাসায় বাবা-মায়ের মাধ্যমেই হোক বা বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকার মাধ্যমে, অংশগ্রহণমূলক পঠন শিশুর উন্নত আচরণ, উন্নত আত্মসংযম, ও নিজ আবেগের ওপর উন্নত নিয়ন্ত্রণ তথা মানসিক স্থিতিস্থাপকতার সাথে সম্পর্কিত।

সীমাবদ্ধতা

এটি একটি গুণগত অনুসন্ধান, যা উদ্দেশ্যভিত্তিক নমুনায়নের অন্তঃস্থায়ী পরিসীমা দ্বারা সীমিত ও গবেষণা পদ্ধতি অনুযায়ী সমৃদ্ধ প্রতিকৃতি আঁকার অভিপ্রায়ে তিনজন অংশগ্রহণকারী নিয়ে সম্পাদিত, যা একটি সীমাবদ্ধতা হিসেবে পরিগণিত হতে পারে– যদিও Lincoln and Guba (1985) নিশ্চিতি দিয়েছেন যে, গুণগত গবেষণায় নিবিড় বর্ণনাই (thick description) তার ফলেন পরিচীয়তে। আরেকটি সীমাবদ্ধতা হতে পারে প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষিত ফলাফল অংশগ্রহণকারী কর্তৃক যাচাইয়ের নির্জলতা সুনিশ্চিত করতে না পারা। যাচাইয়ের কাজটি

বিদ্যালয়ের নির্বাহী পরিচালকের কক্ষে তাঁর উপস্থিতিতেই আমাদের সম্পাদন করতে হয়েছিল যেখানে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হিসেবে এই গবেষণার অংশগ্রহণকারীরা খানিকটা আড়ষ্ট থাকতে পারে বলে অনুমান করা যায়, যদিও আমরা একাধিকবার কোমলভাবে অনুরোধ করে তাদের অনুভূতি নিঃসংকোচে জানাতে অভয় দিয়েছি। সর্বোপরি, গবেষণাটির অংশগ্রহণকারী শিশুদের আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবেশ আমাদের কথোপকথনে কোনো প্রভাব রেখে থাকতে পারে, যা পালাক্রমে আমাদের মাঝে অনিচ্ছাকৃত জড়তা বা পক্ষপাত ঘটিয়ে থাকতে পারে।

উপসংহার

হুমায়ুন (২০১২) তাঁর চিত্রল শৈশবস্মৃতির একটি অধ্যায়ে পৌষের কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন শীত-জ্যোৎস্না-খেজুরের রস-নারকেল কোরা দেওয়া পিঠার পটভূমিতে লিখেছেন:

> ভাগ্যকূলের মেলা থেকে কিনেছিলাম আমি পাঁচটি বেলুন। লাল নীল হলদে সবুজ শাদা। পানু আপার চুলের কাঁটায় লেগে লালটা ফেটে গেলো। নীল বেলুনটার সুতো ছিল খুব লম্বা, উড়তে উড়তে গিয়ে ঠেকলো খেজুরের ডালে। খেজুরের কাঁটায় গেঁথে গেলো সেটি। হলুদ বেলুনটাকে আদর করতে করতে এক সময় ফাটিয়ে ফেললাম আমি নিজেই। দৌড়াদৌড়ি ক'রে ক'রে কোথায় হারিয়ে ফেললাম শাদা বেলুনটি। সন্ধ্যেয় ঘরে ফিরে এলাম শুধু সবুজ বেলুনটাকে বুকে ক'রে। ... আমার বুকের ভেতরে ফেটে যাওয়া বেলুনের জন্য শোক, হারিয়ে যাওয়া বেলুনের জন্য দীর্ঘশ্বাস। ... বাইরে মখমল জ্যোৎস্না, চারদিকে রসের স্বাদ, বুকের ভেতর হারানো বেলুনের জন্যে ব্যকুল বিলাপ (পৃ. ১০)।

লেখক সে দিন কিছুতে মন বসাতে পারেন না, উচাটন মনে জ্যোৎস্নাচ্ছন্ন হয়ে বাড়ির বেগুনতলার একটু দূরবর্তী খেজুর গাছটির সামনে যান:

> খেজুগাছের গোড়ায় আসতেই দেখি খেজুরের ডালে আটকে আছে আমার হারানো শাদা বেলুন: বেলুনের মতো চাঁদ আটকে আছে খেজুরগাছের মাথায়। চাঁদটাকে মনে হলো আমার সে-হালকা পাতলা শাদা বেলুন, তার সুতোটা আটকে আছে খেজুরের ডালে। একটু উঁচুতে একবার এদিকে আবার সেদিকে দুলে উড়ছে চাঁদ। ওই তো সেই হারানো বেলুন, যাকে আমি সন্ধ্যের আগে আনমনে হারিয়ে ফেলেছিলাম। যার জন্য শোকে ভ'রে গিয়েছিলো আমার আত্মা, সে-ই তো খেজুরের ডালে আটকে উড়ছে উড়ছে উড়ছে (পৃ. ১২)।

এই শিশুমন স্থিতিস্থাপক ও বিচিত্র–আজাদ পাঠকদের জানাননি খেজুর গাছ থেকে সেই বেলুন বা "চাঁদ" নামানো হয়েছিল কি না, বা হয়তো উহ্য থেকেই জানিয়েছেন যে চাঁদ হয়ে গিয়েছে বলেই তাকে নামানো যায় না। আমাদের গবেষণা পূর্বাপর আসলে এই হারানো "শাদা" বেলুন বা যা চাঁদ হয়ে যেতে পারে তাকে গভীরভাবে বুঝতে চেয়েছে। আজাদ পরবর্তী বাক্যেই যখন লিখেছেন যে, "আজো আকাশে চাঁদ উঠলে, গোলগাল চাঁদ উঠলে" (পৃ. ১১) তিনি ভেবেছেন, "আমার বেলুন উড়ছে শহরের আকাশে, বাঙলার আকাশে, অন্ধকার পৃথিবীর বাতিনেভা আকাশে আকাশে" (পৃ. ১২), তখনও শিশুকালে কিছু হারানোর ক্ষতের সুদীর্ঘ মনস্তাত্ত্বিক পরিব্রাজন দ্বারা আমরা বিলোড়িত হয়েছি। বাংলাদেশি শিশুর শৈশবের মনস্তাত্ত্বিক অভিগমন নিয়ে অত্যল্প গবেষণালব্ধ বৈদুষ্য আমাদের শিশুদের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো সম্বন্ধে পর্যাপ্ত জানার ও অনন্তর পাশে দাঁড়ানোর বিষয়ে ক্ষীণ ও পশ্চাৎপদ করে রেখেছে। তদুপরি কৈশোরে– যাকে শাপলা (২০২০) শৈশব ও তারুণ্যের মধ্যবর্তী শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক সন্ধিক্ষণ এবং পরবর্তী জীবনের সংবৃদ্ধির ছাড়পত্র হিসেবে সংজ্ঞিত করেছেন– শিশুর মনস্তাত্ত্বিক অভিগমন এবং কীভাবে ভারাক্রান্ত করা অনুভূতিগুলো সেই অভিগমনে প্রভাব রাখে প্রভৃতি বিষয়েও আমরা পল্লবগ্রাহী। আমাদের গবেষণা সেই ঝাঁজরে সামান্য ঝালাই বলে আমরা মনে করি। আমরা এতাদৃশ দুইটি সম্ভাবনাত্মক ভবিষ্যৎ গবেষণার ক্ষেত্রও জানাতে চাইঃ অধিকতর স্পর্শকাতর, যেমন প্রিয়জনকে হারানো কীভাবে শিশুর ওপর প্রভাব ফেলে এবং সচ্ছল পরিবারের শিশুর কোনো কিছু হারানোর প্রপঞ্চ।

অন্ত্য-টীকা

১. হারানোর ক্ষেত্রটি ব্যাপক এবং স্পর্শকাতর, যেমন: প্রিয়জনকে বা কোনো ব্যক্তিকে হারানো, যা হারানো বিষয়ক গবেষণা সাহিত্যে "bereavement" বা মৃত্যু ও তজ্জনিত শোক হিসেবে উপধারা ধরা হয়েছে। যেমনটি গবেষণা পদ্ধতি অনুচ্ছেদে উল্লিখিত, কিছু প্রাসঙ্গিক কথার বাইরে এই গবেষণায় আমরা অপ্রাপ্তবয়স্কদের সাপেক্ষে হারানোর বিষয়টি জড়বস্তুর মাঝে সীমাবদ্ধ রেখেছি।

২. আমাদের মনে হয়েছে ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা-বিষয়ক গবেষণায় "children" শব্দের ব্যবহার যে অপেক্ষাকৃত ব্যাপকতা ধারণ করে বাংলা ভাষায় "শিশু" শব্দটির ব্যবহারে তা এখন অবধি অনুপস্থিত। আমরা তাই কিছু ক্ষেত্রে "অপ্রাপ্তবয়স্ক" এবং কিছু ক্ষেত্রে "শিশু" বিনিময়যোগ্যভাবে ব্যবহার করেছি, যেখানে "অপ্রাপ্তবয়স্ক" বলতে আমরা United Nations (1999) কর্তৃক নিরূপিত শিশুর সংজ্ঞাকে গ্রহণ করেছিঃ "a child means every human being below the age of eighteen years" (পৃ. ৪৬)। যদ্যপি আমরা কিছু ক্ষেত্রে "অপ্রাপ্তবয়স্ক" ব্যবহার করেছি এবং আমাদের গবেষণার অংশগ্রহণকারীগণ ১২ বছরের কৈশোরে থাকা ব্যক্তি, আমরা মনে করি "শিশু" শব্দটি

অপেক্ষাকৃত সামুদয়িক, গ্রহণযোগ্য, এবং দ্ব্যর্থহীন শব্দ এবং এই শব্দের আরও ব্যবহার ক্ষেত্রবিশেষে বাংলা ভাষায় ভবিষ্যৎ গবেষণায় বেশ সহায়ক হতে পারে।

৩. Lynch-Fraser (1992) জানিয়েছেন, এই কৌশল প্রয়োগ কোনো কোনো শিশু দীর্ঘ সময় ধরে চালাতে পারে যা মোটা দাগে শিশুকালের ৫–৬ বছর পর্যন্ত সমস্যার নয়। কিন্তু তারপরও কোনো শিশু যদি এই কৌশল ছাড়তে না পারে তবে Lynch-Lynch-Fraser বলেছেন তখন এটাকে সমস্যা হিসেবে পরিগণিত করতে হবে।

৪. Fairy Tale Test–যার বাংলা আমরা করেছি "রূপকথা নিরীক্ষা"– হলো রূপকথার গল্পের (যেমন, সেখানে থাকা একটি গল্প হলো, *Little Red Riding Hood* বা "লাল টুপি" [সৌম্য ও হায়াৎ, ১৯৯০]) ওপর ভিত্তি করে তৈরি ২১টি সচিত্র কার্ড নিয়ে Coulacoglou (2002) কর্তৃক গ্রথিত শিশুদের জন্য একটি পূর্বাভাসিক ব্যক্তিত্ব নিরীক্ষণ। নিরীক্ষণটিতে শিশুদের কার্ডগুলোতে থাকা রূপকথার চরিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের অনুভূতি ও দ্বন্দ্ব ব্যক্ত করার সুযোগ দেওয়া হয় এবং প্রাপ্ত তথ্য শিশুর ব্যক্তিত্ব, মনোভাব, মনোব্যথা প্রভৃতি বুঝতে মনোবিজ্ঞানের আলোকে কিছু পূর্বাভাস দেয়। নিরীক্ষণটি বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রাসঙ্গিকতায় ভিন্ন ভিন্ন দেশে, সংস্কৃতিতে শিক্ষায়তনিক দার্ঢ্য সহকারে নির্ভরযোগ্যভাবে ব্যবহৃত হয়েছে (Coulacoglou, 2008)।

৫. আমরা এই বিষয়ে বিদ্যালয়ের ইংরেজি শিক্ষয়িত্রীর সহযোগিতা নিয়েছিলাম। তিনি জানিয়েছিলেন দুইটি বই-ই শিক্ষার্থীদের বোধগম্য এবং উপভোগ্য হবে বলে তিনি মনে করেন এবং *Small in the City* (Smith, 2019), *The Day of the Rainbow* (Craft & Daly, 1988) থেকে তুলনামূলকভাবে "কিছুটা সহজ" (জ. ফেরদৌসী, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, ২৩শে এপ্রিল ২০২৪)।

৬. এখানে আমরা যদিও "আমরা" শব্দটি ব্যবহার করেছি, এটি আসলে একত্ব বাচক "আমরা", কেননা সামসাময়িক গবেষকদ্বয়ের একজন অংশগ্রহণমূলক পঠন পরিচালনা করেছিলেন।

৭. আমরা এই রচনায় সকল সরাসরি উদ্ধৃতির, বিশেষত ক্রিয়া ও আরও কিছু পদকে প্রমিতীকরণের চেষ্টা করেছি, যা আমরা প্রচলিত বিধিনিহিত তৃতীয়বন্ধনীতে আবদ্ধ করিনি। আমরা পুরো বিষয়টিকে আমাদের এক প্রকার ব্যর্থতা বলেই বিভাবন করি। কিন্তু এরপরও আমাদের মনে হয়েছে অকৃত্রিমতার সাথে কিছুটা আপস হলেও এর ফলে অধিকসংখ্যক পাঠকের কাছে উক্তির বোধগম্যতা বৃদ্ধি পাবে।

সহায়কপঞ্জি

অন্নদাশঙ্কর রায়। (২০০৩)। *ছড়া সমগ্র* (৪র্থ সংস্করণ)। বাণীশিল্প, কলকাতা।

ইশতিয়াক, আহমাদ। (২০২৩, ৪ঠা সেপ্টেম্বর)। *ড্যান্ডিতে ডুবছে পথশিশুদের জীবন*। *The Daily Star* বাংলা, ঢাকা। https://bangla.thedailystar.net/news/bangladesh/news-511576

জামিল চৌধুরী [সম্পা.] (২০১৬)। *বাংলা একাডেমি আধুনিক বাংলা অভিধান*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মাহমুদ, আল। (২০১৯)। *পাখির কাছে ফুলের কাছে* (৩য় সংস্করণ)। সময় প্রকাশন, ঢাকা।

মমতাজ লতিফ। (২০২১)। *শিশুর মন ও শিক্ষা* (২য় সংস্করণ)। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। (১৯১৮)। *পলাতকা*। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা।

লুৎফর রহমান রিটন। (২০২০)। *ছোটদের ছোট ছোট ছড়া*। ঝিঙেফুল, ঢাকা।

শাপলা, ফজিলাতুন নেসা। (২০২০)। *কৈশোরের মনস্তত্ত্ব : অভিভাবকের জন্য দিঙ্‌নির্দেশনা*। নাগরী, ঢাকা।

সুবলচন্দ্র মিত্র, মজিবর রহমান খোকা। (১৯৯৩)। *বাংলা প্রবাদ ও প্রবচন*। অল্পকথা, ঢাকা।

সেলীনা হুস্না বানু। (২০২৪)। *শিশুর প্রথম ১০০০ দিনের বিকাশ*। ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা।

সৌম্য মামুদ, হায়াৎ মামুদ। (১৯৯০)। *শার্ল পেরো-র কথামালা*। প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা।

হুমায়ুন আজাদ। (১৯৯৮)। *কাব্য সংগ্রহ*। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

হুমায়ুন আজাদ। (২০১২)। *ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না* (২য় সংস্করণ)। আগামী প্রকাশনী, ঢাকা।

Adamson, G. (2018). *Fewer, better things: The hidden wisdom of objects*. Bloomsbury Publishing.

Ainsworth, M. D., & Bowlby, J. (1991). An ethological approach to personality development. *American Psychologist*, *46*(4), 333-341. https://doi.org/10.1037//0003-066x.46.4.333

Alsarrani, A., Hunter, R. F., Dunne, L., & Garcia, L. (2022). Association between friendship quality and subjective wellbeing among adolescents: A systematic review. *BMC Public Health*, *22*(1). https://doi.org/10.1186/s12889-022-14776-4

Baldick, C. (2008). Light verse. In *The Oxford dictionary of literary terms* (3rd ed., p. 186). Oxford University Press.

Batini, F., Luperini, V., Cei, E., Izzo, D., & Toti, G. (2021). The association between reading and emotional development: A systematic review. *Journal of Education and Training Studies*, *9*(1), 12. https://doi.org/10.11114/jets.v9i1.5053

Blake, P. R., & Harris, P. L. (2009). Children’s understanding of ownership transfers. *Cognitive Development*, *24*(2), 133-145. https://doi.org/10.1016/j.cogdev.2009.01.002

Bosch, E. (2018). Wordless picturebooks. In B. Kümmerling-Meibauer (Ed.), *The Routledge companion to picturebooks* (pp. 191-200). Routledge.

Bowlby, J. (1973). *Attachment and loss: Vol. 2. Separation: Anxiety and anger*. Basic Books.

Brady, L., & Graham, B. (2019). *Social research with children and young people: A practical guide*. Policy Press.

British Educational Research Association. (2024). *Ethical guidelines for educational research* (5th ed.).

Coulacoglou, C. (2002). Construct validation of the fairy tale test-standardization data. *International Journal of Testing*, *2*(3-4), 217-241. https://doi.org/10.1080/15305058.2002.9669494

Coulacoglou, C. (Ed.). (2008). *Exploring the child's personality: Developmental, clinical, and cross-cultural applications of the Fairy Tale Test*. Charles C. Thomas Publisher.

Craft, R., & Daly, N. (1988). *The day of the rainbow*. Viking Kestrel.

Dawson, P., & Guare, R. (2018). *Executive skills in children and adolescents: A practical guide to assessment and intervention* (3rd ed.). Guilford Publications.

Doyle, B. G., & Bramwell, W. (2006). Promoting emergent literacy and social-emotional learning through dialogic reading. *The Reading Teacher*, *59*(6), 554-564. https://doi.org/10.1598/rt.59.6.5

Edwards, B. (2024). Emotional safety. In A. Kurowski & S. Lyndon (Eds.), *Contemporary issues and the 21st century child: New perspectives on childhood* (pp. 178-192). SAGE Publications.

Faigenbaum, G. (2018). Ownership and exchange in children: Implications for social and moral development. In A. Rosa & J. Valsiner (Eds.), *The Cambridge handbook of sociocultural psychology* (2nd ed., pp. 319-332). Cambridge University Press.

Fodorova, A. (2004). Lost and found: The fear and thrill of loss. *Psychodynamic Practice*, *10*(1), 107-118. https://doi.org/10.1080/14753630310001650294

Foss, S. K. (2018). *Rhetorical criticism: Exploration and practice* (5th ed.). Waveland Press.

Garmezy, N., & Rutter, M. (Eds.). (1988). *Stress, coping, and development in children*. Johns Hopkins University Press.

Garmezy, N., Masten, A. S., & Tellegen, A. (1984). The study of stress and competence in children: A building block for developmental psychopathology. *Child Development*, *55*(1), 97. https://doi.org/10.2307/1129837

Glovinsky, C. (2002). *Making peace with the things in your life: Why your papers, books, clothes, and other possessions keep overwhelming you and what to do about it*. St. Martin's Press.

Goldberg, S., Muir, R., & Kerr, J. (Eds.). (2000). *Attachment theory: Social, developmental, and clinical perspectives*. Routledge.

Goldman, L. (2022). *Life and loss: A guide to help grieving children*. Routledge.

Gomez, L. (1997). *An introduction to object relations*. Free Association Books.

Humphreys, T. (2004). *Self esteem in children: The key to your child's future*. Newleaf.

Keefer, L. A., Landau, M. J., Rothschild, Z. K., & Sullivan, D. (2012). Attachment to objects as compensation for close others' perceived unreliability. *Journal of Experimental Social Psychology*, *48*(4), 912-917. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2012.02.007

Konnikova, M. (2016, February 11). How people learn to become resilient. *The New Yorker*. http://www.newyorker.com/science/maria-konnikova/the-secret-formula-for-resilience

Lahman, M. K. (2025). *An introduction to qualitative research: Becoming culturally responsive*. Sage Publications.

Lawrence-Lightfoot, S. (1983). *Good high school: Portraits of character and culture*. Basic Books.

Lawrence-Lightfoot, S., & Davis, J. H. (1997). *The art and science of portraiture*. Jossey-Bass Publishers.

Li, C., & Li, H. (2016). Longing for a balanced life: Voices of Chinese-American/immigrant adolescents from Boston, Massachusetts, USA. In B. K. Nastasi & A. P. Borja (Eds.), *International handbook of psychological well-being in children and adolescents: Bridging the gaps between theory, research, and practice* (pp. 247-269). Springer.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.

Lynch-Fraser, D. (1992). *Life's little miseries: Helping your child with the disasters of everyday life*. Lexington Books.

Maguire, C. (2019, August 29). How to help teenagers keep track of their stuff. *The New York Times*.

https://www.nytimes.com/2019/08/29/well/family/teenagers-executive-function-memory.html

Masten, A. S., Best, K. M., & Garmezy, N. (1990). Resilience and development: Contributions from the study of children who overcome adversity. *Development and Psychopathology*, *2*(4), 425-444. https://doi.org/10.1017/s0954579400005812

McDonald-Harker, C., Drolet, J. L., Sehgal, A., Brown, M. R., Silverstone, P. H., Brett-MacLean, P., & Agyapong, V. I. (2021). Social-ecological factors associated with higher levels of resilience in children and youth after disaster: The importance of caregiver and peer support. *Frontiers in Public Health*, *9*. https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.682634

McKee, L., Roland, E., Coffelt, N., Olson, A. L., Forehand, R., Massari, C., Jones, D., Gaffney, C. A., & Zens, M. S. (2007). Harsh discipline and child problem behaviors: The roles of positive parenting and gender. *Journal of Family Violence*, *22*(4), 187-196. https://doi.org/10.1007/s10896-007-9070-6

Michie, S., Van Stralen, M. M., & West, R. (2011). The behaviour change wheel: A new method for characterising and designing behaviour change interventions. *Implementation Science*, *6*(1). https://doi.org/10.1186/1748-5908-6-42

Plutchik, R. (2001). The nature of emotions: Human emotions have deep evolutionary roots, a fact that may explain their complexity and provide tools for clinical practice. *American Scientist*, *89*(4), 344-350. https://doi.org/10.1511/2001.28.344

Santrock, J. W., Deater-Deckard, K. D., & Lansford, J. E. (2024). *Child development* (16th ed.). McGraw Hill.

Sanyal, N., & Dasgupta, M. (2008). The application of the Fairy Tale Test in India. In C. Coulacoglou (Ed.), *Exploring the child's personality: Developmental, clinical and cross-cultural applications of the Fairy Tale Test* (pp. 264-302). Charles C. Thomas Publisher.

Sege, R. D., Siegel, B. S., Council on Child Abuse and Neglect, Committee on Psychosocial Aspects of Child and Family Health, Flaherty, E. G., Gavril, A. R., Idzerda, S. M., Laskey, A. "., Legano, L. A., Leventhal, J. M., Lukefahr, J. L., Yogman, M. W., Baum, R., Gambon, T. B., Lavin, A., Mattson, G., Montiel-Esparza, R., & Wissow, L. S. (2018). Effective discipline to raise healthy children. *Pediatrics*, *142*(6). https://doi.org/10.1542/peds.2018-3112

Seyderhelm, A. (2020). *Helping children cope with loss and change: A guide for professionals and parents*. Routledge.

Sharkey, L., & Fitzgerald, M. (2007). Diagnosis and classification of ADHD in childhood. In M. Fitzgerald, M. Bellgrove, & M. Gill (Eds.), *Handbook of attention deficit hyperactivity disorder* (13-35th ed.). John Wiley & Sons.

Smith, S. (2019). *Small in the city*. Holiday House.

Sunderland, M. (2022). *Helping children with loss: A guidebook* (2nd ed.). Routledge.

Ungar, M. (2008). Resilience across cultures. *British Journal of Social Work*, *38*(2), 218-235. https://doi.org/10.1093/bjsw/bcl343

Ungar, M. (Ed.). (2012). *The social ecology of resilience: A handbook of theory and practice*. Springer.

Ungar, M. (Ed.). (2021). *Multisystemic resilience: Adaptation and transformation in contexts of change*. Oxford University Press.

United Nations. (1999). *Treaty series: Treaties and international agreements registered or filed and recorded with the Secretariat of the United Nations* (1577). https://treaties.un.org/doc/publication/UNTS/Volume%201577/v1577.pdf

van Harmelen, A., Blakemore, S. J., Goodyer, I. M., & Kievit, R. A. (2021). The interplay between adolescent friendship quality and resilient functioning following childhood and adolescent adversity. *Adversity and Resilience Science*, *2*(1), 37-50. https://doi.org/10.1007/s42844-020-00027-1

Werner, E. E. (1993). Risk, resilience, and recovery: Perspectives from the Kauai longitudinal study. *Development and Psychopathology*, *5*(4), 503-515. https://doi.org/10.1017/s095457940000612x

Whitehurst, G. J., & Lonigan, C. J. (1998). Child development and emergent literacy. *Child Development*, *69*(3), 848. https://doi.org/10.2307/1132208

Winnicott, D. W. (1984). *The maturational processes and the facilitating environment: Studies in the theory of emotional development*. Karnac Books.

Winnicott, D. W. (2005). *Playing and reality*. Routledge.